আকাবার ষড়যন্ত্র থেকে খেলাফতের বিতর্ক

রাসুল ﷺ-এর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা, অন্তিম সময়ের ষড়যন্ত্র ও খেলাফত-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

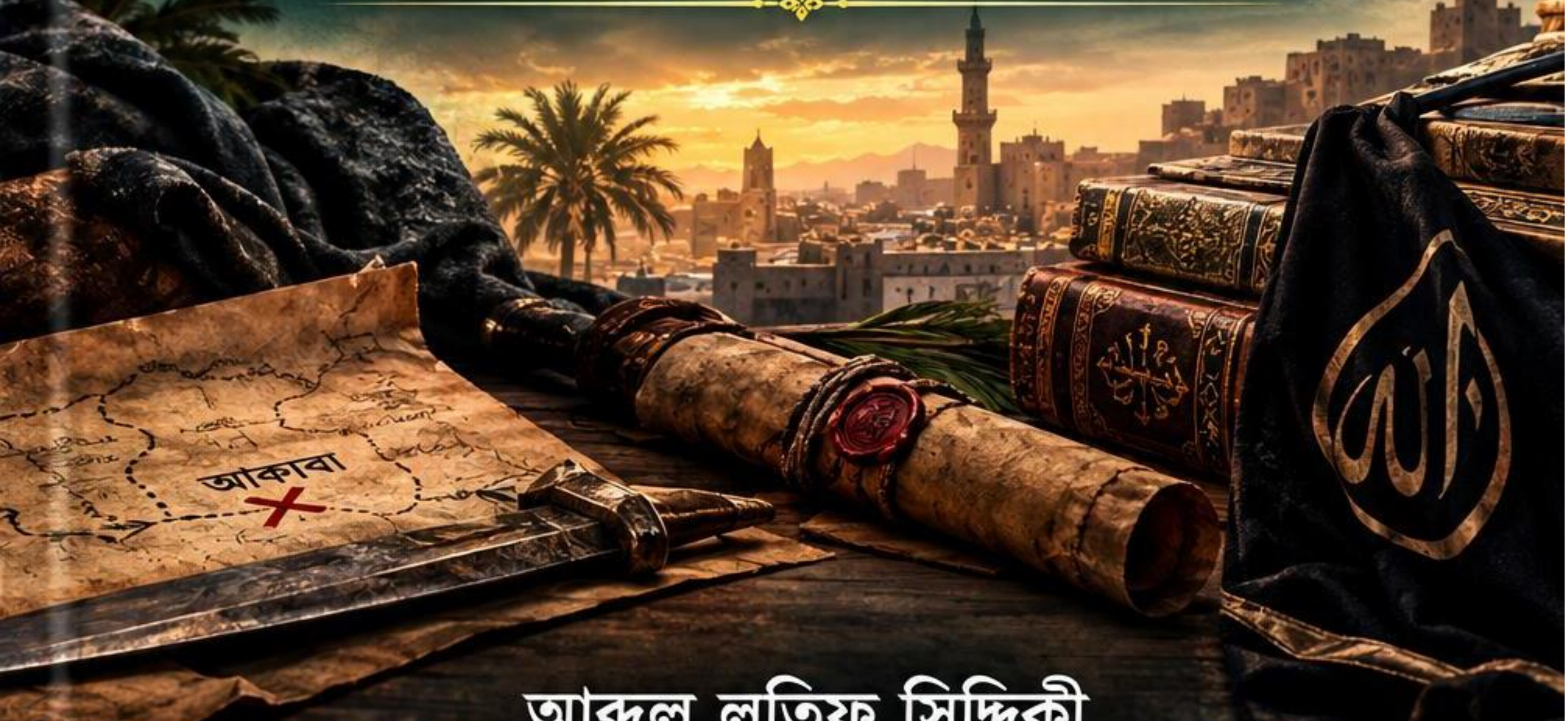

আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

আকাবার ষড়যন্ত্র থেকে খেলাফতের বিতর্ক

রাসুল -ﷺএর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা, অন্তিম সময়ের ষড়যন্ত্র ও খেলাফত-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

লেখকঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাস শুধু বিজয়, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কিংবা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য ঘটনা, বর্ণনা, মতভেদ, সাক্ষ্য এবং ঐতিহাসিক প্রশ্ন। রাসুলুল্লাহ -ﷺএর জীবনের শেষ অধ্যায় এবং তাঁর ইন্তেকালের পর মুসলিম সমাজে নেতৃত্বের যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়। এই অধ্যায়ের কিছু ঘটনা নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন মত, ব্যাখ্যা ও বর্ণনা প্রচলিত হয়ে আসছে।

এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সেই বিতর্কিত ঘটনাগুলোকে আবেগের পরিবর্তে প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, হাদিসের বর্ণনা, রাবিদের পরিচয়, বর্ণনার সনদ এবং পারস্পরিক তথ্যের আলোকে অনুসন্ধান করা। বিশেষ করে আকাবা উপত্যকায় রাসুলুল্লাহ -ﷺএর বিরুদ্ধে কথিত হত্যাচেষ্টার বর্ণনা, সেই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয়, রাসুল -ﷺএর অন্তিম সময়ের বিভিন্ন ঘটনা এবং তাঁর ইন্তেকালের পর খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া—এসব বিষয় এখানে ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

রাসুলুল্লাহ -ﷺএর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো নিয়ে বিভিন্ন সূত্রে যে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে কোথাও কোথাও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। কোনো বর্ণনায় একটি ঘটনা যেভাবে এসেছে, অন্য কোনো সূত্রে সেটি ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আবার কোনো বর্ণনার সনদ শক্তিশালী, কোনোটি দুর্বল, কোনোটি বিচ্ছিন্ন এবং কোনো কোনো বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই শুধু একটি নির্দিষ্ট বর্ণনার ওপর নির্ভর না করে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন প্রাচীন উৎসকে পাশাপাশি রেখে বিষয়গুলো যাচাই করা এই গ্রন্থের অন্যতম প্রচেষ্টা।

একইভাবে, রাসুল -ﷺএর ইন্তেকালের পর মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব কীভাবে নির্ধারিত হলো—এ প্রশ্নও ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘটনাপ্রবাহ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা, তৎকালীন পরিস্থিতি এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো এখানে পর্যালোচনা করা হবে। প্রচলিত ইতিহাসের পাশাপাশি যেসব বর্ণনা ও সূত্র সাধারণ আলোচনায় তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত, সেগুলোকেও সামনে আনার চেষ্টা থাকবে।

খায়বারের বিষপানের ঘটনাটিও এই অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসুল ﷺখায়বারে বিষমিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন কি না, গ্রহণ করে থাকলে তার প্রভাব কী ছিল, পরবর্তী সময়ে

এ ঘটনাকে তাঁর ইন্তেকালের কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা কতটা ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণযোগ্য—এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সংশ্লিষ্ট হাদিস, ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থের বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করা হবে। কোনো বর্ণনা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে তার উৎস, সনদ, বক্তব্যের সামঞ্জস্য এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিবেচনায় নেওয়া হবে।

এই গ্রন্থের পাঠকের কাছে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রত্যাশিত—কোনো ঘটনা শুধু প্রচলিত হওয়ার কারণে সত্য বলে গ্রহণ না করা এবং কোনো বক্তব্য নিজের পূর্বধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে তা অবিলম্বে গ্রহণ না করা। বরং প্রশ্ন করা, উৎস দেখা, বর্ণনার পার্থক্য লক্ষ্য করা এবং প্রমাণের শক্তি যাচাই করা। ইতিহাসের সত্য অনুসন্ধানে এই পদ্ধতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এই বই কোনো ব্যক্তিকে অন্ধভাবে দোষী সাব্যস্ত করা কিংবা কোনো মতকে শুধু আবেগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে লেখা নয়। বরং যেসব ঐতিহাসিক প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত, সেগুলোকে প্রাচীন উৎসের আলোকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করাই এর লক্ষ্য। পাঠক নিজেও যেন মূল সূত্রগুলো দেখতে পারেন এবং তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে পারেন—এই প্রত্যাশাতেই বইটির যাত্রা।

আকাবার অন্ধকার রাত থেকে রাসুল -ﷺএর জীবনের অন্তিম অধ্যায়, তারপর নেতৃত্ব ও খেলাফত নিয়ে সৃষ্ট ঐতিহাসিক বিতর্ক—এই দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করাই এই গ্রন্থের মূল বিষয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে প্রশ্নগুলো চাপা পড়ে আছে, সেগুলোকে সামনে এনে প্রাচীন সূত্রের আলোকে পুনরায় পর্যালোচনা করাই এই বইয়ের প্রয়াস।

সত্য অনুসন্ধানের এই যাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য নয়, বরং প্রমাণের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা।

❑ সাহাবীদের মধ্যে অনেক মুনাফিক ছিল।

▪সুরা: আত তওবা, আয়াতঃ৬৮।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ

মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেখানে উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ উহাদেরকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি;

■সিয়ার আলম আল নুবালা, খন্ড-১৪,পৃঃ৩৪৩।
লেখকঃ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী

كما كان جماعة في أيام النبي ﷺ منتسبون إلى صُحبَتِهِ وإلى ملته ، وهم في الباطن من مردة المنافقين ، قد لا يعرفهم نبي الله ، ولا يعلم بهم . قال الله تعالى : وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين) [التوبة : ١٠١] فإذا جاز على سيد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات ، فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده عليه السلام على العلماء من أمته ،

নবী ﷺ-এর সময় এমন অনেক লোক ছিল যারা প্রকাশ্যে তাঁর সাহচর্যের দাবি করত এবং তাঁর দ্বীনের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিত। কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল ভণ্ডামি; তারা ছিল কঠোর প্রকৃতির কপট বিশ্বাসী। এমনকি নবী ﷺ নিজেও তাদের সবাইকে চিনতেন না বা জানতেন না।

আল্লাহ تعالى বলেছেন:

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ (তাওবা ১০১)

"মদীনাবাসীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা ভণ্ডামিতে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। তুমি তাদের

চেনো না, আমি চিনি। আমি অবশ্যই তাদের দু'বার শাস্তি দেব।”

যখন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ নবী ﷺ—এর পক্ষেও মদীনায় তাঁর সঙ্গেই বহু বছর থাকা কিছু ভণ্ড বিশ্বাসীকে চেনা সম্ভব হয়নি—তাহলে তাঁর ইন্তিকালের পরে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে ভণ্ডামিতে লিপ্ত এমন কিছু লোকের অবস্থা তাঁর উম্মতের আলেমদের অজানা থাকা স্বাভাবিক বিষয়।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive

https://share.google/ZJjskVrMtQQzkQfOW

❑ “আনসারদের মধ্যে থাকা মুনাফিকরা।”

■সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ৪৭০৩।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا، يُسْأَلُ كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ ابْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ

আবূ যুবায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি শুনতে পেলেন যে, জাবির এ মর্মে জিজ্ঞেস করা হল, হুদাইবিয়ার দিন সাহাবীর সংখ্যা কত ছিল?

তিনি বললেন, আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ’। আমরা তাঁর (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর) হাতে বাই’আত হলাম, আর ‘উমার (রাঃ) তাঁর হাত ধরে (বাই’আত হয়েছিলেন) সামুরাহ নামক গাছের তলে। জাদ ইবনু কায়স আনসারী ছাড়া আমরা সকলেই সেদিন তাঁর হাতে বাই’আত হয়েছিলাম। আর সে তাঁর উটের পেটের নীচে আত্মগোপন করে বসে ছিল।

(ই.ফা. ৪৬৫৬, ই.সে. ৪৬৫৮)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

https://sunnah.com/muslim:1856c

■ফাজায়িল আল সাহাবা, খন্ডঃ১,পৃঃ৫৭৯, হাদীসঃ৯৭৯।

লেখক: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল।

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا اسود بن عامر قثنا اسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم علياً

.

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেছেন:

“আমরা আনসারদের মধ্যে ভণ্ড বিশ্বাসীদের চিনতাম তাদের আলীকে অপছন্দ করার মাধ্যমে।”

হাদীসের মান: সনদ সহীহ

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive

https://share.google/L37b9wQcC57FFBImn

❏নবী ﷺএর সাহাবীদের মধ্যে ভণ্ড/মুনাফিকদের পরিচয়

■সুরা: মুনাফিকুন আয়াতঃ১।[৬৩:১]

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَـكٰذِبُوْنَ ۚ

যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল

এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

■সহীহ মুসলিম, হাদিসঃ৬৯২৮।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارٍ أَرَأَيْتُمْ صَنِيعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ أَرَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَأَرْبَعَةٌ " . لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِمْ.

কায়স (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আমি ‘আম্মার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, তোমরা আমাকে সে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করো যা তোমরা ‘আলি (রাঃ)-এর ব্যাপারে গ্রহণ করেছো। একি তোমাদের সিদ্ধান্ত না এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) তোমাকে কোন আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বসাধারণকে যে কথা বলেননি, এমন কোন কথা তিনি আমাদেরকেও বলে যাননি। তবে হুযাইফা (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ আমার সাহাবীদের মাঝে বারোজন মুনাফিক লোক আছে। এদের আটজনের জান্নাতে প্রবেশ করা এমনিভাবে অসম্ভব যেমনিভাবে সূচের ছিদ্র দিয়ে উষ্ট্রের প্রবেশ করা অসম্ভব। ‘দুবাইলাহ’ (এক প্রকার বড় ধরনের

ফোড়া) আটজন লোককে শেষ করে দেবে। আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, বাকী চার লোক সম্বন্ধে শু‘বাহ কি বলেছেন, আমার তা মনে নেই।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

Sunni source:Sahih Muslim ,Hadith 2779 a

❑ আকাবা উপত্যকার ঘটনায়

সাহাবিদের মধ্যে মুনাফিকরা (আবু বকর, উমর, উসমান ও তালহা), যারা রাসুলকে (সাঃ) হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

■সুরাঃ আত তওবা,আয়াতঃ৭৪।[৯:৭৪]

يَحۡلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوۡا ؕ وَلَقَدۡ قَالُوۡا كَلِمَةَ الۡـكُفۡرِ وَكَفَرُوۡا بَعۡدَ اِسۡلَامِهِمۡ وَهَمُّوۡا بِمَا لَمۡ يَنَالُوۡا ۚ وَمَا نَقَمُوۡۤا اِلَّاۤ اَنۡ اَغۡنٰٮهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ فَاِنۡ يَّتُوۡبُوۡا يَكُ خَيۡرًا لَّهُمۡ ۚ وَاِنۡ يَّتَوَلَّوۡا يُعَذِّبۡهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيۡمًا ۙ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ

উহারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই ; কিন্তু উহারা তো কুফরীর কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে ; উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ্ ও তাঁহার

রাসূল নিজ কৃপায় উহাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ্ দুনিয়ায় ও আখিরাতে উহাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

■সহীহ মুসলিম, হাদিসঃ৬৯৩০।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ قَالَ كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ كُنْتَ

مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَىْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ وَعَذَرَ ثَلاَثَةً قَالُوا مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ . وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ " إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلاَ يَسْبِقُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ " . فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ .

আবূ তুফায়ল (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আকাবার অধিবাসী এক ব্যক্তির সাথে হুযাইফা (রাঃ)-এর মাঝে মানুষের মধ্যে যেমন মনোমালিন্য হয়ে থাকে তেমন কিছু ছিল। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, বলুন, আকাবায় উপস্থিত লোকেদের সংখ্যা কত ছিল? হুযাইফা (রাঃ)-কে লোকেরা অনুরোধ করল, সে যেহেতু প্রশ্ন করেছে,

তাই আপনি বলে দিন। তিনি বললেন, আমাদের অবহিত করা হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ। আর যদি তুমিও তাদের মধ্যে হয়ে থাকো, তবে তাদের সংখ্যা হবে পনের।

আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, এদের বারোজন দুনিয়া এবং কেয়ামতের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (-(ﷺএর শত্রু। বাকি তিনজন অজুহাত পেশ করে বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর ঘোষকের আওয়াজ শুনিনি এবং কওমের লোকদের প্রয়াসও আমাদের জানা ছিল না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ((ﷺপ্রস্তরময় মাঠে ছিলেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে এগিয়ে চললেন এবং বললেন, (আমাদের গন্তব্যস্থলের) পানি অতি

সামান্য। কেউ আমার পূর্বে সেখানে যাবে না। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, কতক লোক তাঁর আগমনের পূর্বেই চলে এসেছে। সেদিন তিনি তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

https://sunnah.com/muslim:2779c

■তাফসীর ইবনে কাসির ,খন্ডঃ৪,পৃঃ১৮১-১৮২।
লেখকঃ ইবনে কাসির

■পৃঃ১৮১।

وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع، عن أبي الطفيل قال : لما أقبل رسول الله ﷺ من غزوة تبوك، أمر مناديا فنادى: إن رسول الله ﷺ أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله ﷺ يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله، وأقبل عمار رضى الله عنه، يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله (1) الحذيفة : قد قد» حتى هبط رسول الله ﷺ ، فلما هبط] (٧) نزل ورجع عمار، فقال: «يا عمار، هل عرفت القوم ؟ فقال : قد عرفت عامة الرواحل، والقوم متلثمون. قال: هل تدرى ما أرادوا ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله ﷺ فيطرحوه . قال : فسار عمار رجلا من أصحاب النبي ﷺ فقال : نشدتك (٨) بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال : أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال : فعذر) رسول الله ﷺ منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادى رسول الله، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب الله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (١٠).

وهكذا روى ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير نحو هذا، وأن رسول الله ﷺ أمر أن يمشى الناس في بطن الوادى، وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة، فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة، فاطلع الله على مرادهم رسول الله (١١) ، فأمر حذيفة فرجع

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন: আমাদের কাছে ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমাদের কাছে আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জামি' বর্ণনা করেছেন, আবু তুফাইল থেকে। তিনি বলেন:
যখন রাসুলুল্লাহ ﷺতাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন। সে ঘোষণা করল: "রাসুলুল্লাহ ' ﷺআকাবা'

পথটি অতিক্রম করছেন। অতএব, কেউ যেন সেই পথ দিয়ে অতিক্রম না করে।”

এ অবস্থায় রাসুলুল্লাহ -ﷺএর উটের লাগাম হুযাইফা ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং আম্মার পিছন থেকে উটটি পরিচালনা করছিলেন। এমন সময় মুখমণ্ডল আবৃত করে উটের ওপর আরোহণকারী একদল লোক এগিয়ে এসে আম্মারকে ঘিরে ফেলল, যখন তিনি রাসুলুল্লাহ -ﷺএর বাহন পরিচালনা করছিলেন। তখন আম্মার (রাঃ) তাদের বাহনগুলোর মুখে আঘাত করতে লাগলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺহুযাইফাকে বললেন: “থামো, থামো।”

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺযখন নিচে নেমে গেলেন, তখন আম্মারও নেমে ফিরে এলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺবললেন: “হে আম্মার! তুমি কি লোকগুলোকে চিনতে পেরেছ?”

তিনি বললেন: “আমি অধিকাংশ বাহন চিনতে পেরেছি; তবে লোকগুলোর মুখ ঢাকা ছিল।”

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “তারা কী উদ্দেশ্য করেছিল, তা কি তুমি জানো?”

আম্মার বললেন: “আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জ্ঞানী।”

তিনি বললেন: “তারা রাসুলুল্লাহ -ﷺকে তাঁর বাহন থেকে ভয় দেখিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল।”

এরপর আম্মার নবী -ﷺএর সাহাবিদের একজনকে ডেকে বললেন:

“আমি তোমাকে আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো ‘আকাবা’র ঘটনায় কতজন সাহাবি ছিল?”

তিনি বললেন: “চৌদ্দজন।”

আম্মার বললেন: "যদি আমি তাদের মধ্যে একজন হয়ে থাকি, তাহলে তারা ছিল পনেরোজন।"

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺতাদের মধ্য থেকে তিনজনকে অব্যাহতি দিলেন। তারা বলেছিল: "আল্লাহর কসম! আমরা রাসুলুল্লাহ -ﷺএর ঘোষকের কথা শুনিনি এবং ওই লোকেরা কী উদ্দেশ্য করেছিল, তা আমরা জানতাম না।"

তখন আম্মার বললেন:

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশিষ্ট বারোজন দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীদের দাঁড় করানো হবে, সেদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু।"

এভাবেই ইবনে লাহি‘আহ, আবু আল-আসওয়াদ থেকে, উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺনির্দেশ দিয়েছিলেন যে, লোকেরা যেন উপত্যকার নিচের পথ দিয়ে চলতে থাকে। আর তিনি, হুযাইফা ও আম্মার ‘আকাবা’ পথে উপরে উঠলেন। তখন ওই ব্যক্তিরা, যাদের মুখ আবৃত ছিল, তাঁদের অনুসরণ করল। তারা ‘আকাবা’ পথ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ রাসুলুল্লাহ -ﷺকে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন তিনি হুযাইফাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

▪পৃঃ১৮২।

إليهم، فضرب وجوه رواحلهم، ففزعوا ورجعوا مقبوحين، وأعلم رسول الله ﷺ حذيفة وعمارا بأسمائهم، وما كانوا هموا به من الفتك (1) . به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما (٢) عليهم (1) .

وكذلك روى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، إلا أنه سمى جماعة منهم، فالله أعلم (٣).

وكذا قد حكى (4) في معجم الطبراني، قاله البيهقي. ويشهد لهذه القصة بالصحة، ما رواه

مسلم :

حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو أحمد الكوفي، حدثنا الوليد بن جميع، حدثنا أبو الطفيل قال : كان [بين] (٥)

رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة (٦) . قال : فقال له القوم : أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر، فإن كنت منهم فقد كان القوم . خمسة (٧) عشر، وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب الله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة قالوا : ما سمعنا منادى رسول الله ، ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حرة فمشى، فقال: إن الماء قليل، فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه، فلعنهم (٨) يومئذ (9) .

وما رواه مسلم أيضا، من حديث قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد، عن عمار بن ياسر

قال : أخبرني حذيفة عن النبي ﷺ أنه قال : في أصحابي اثنا عشر منافقا، لا يدخلون الجنة، ولا يجدون ريحها حتى يلج [الجمل] (١٠) في سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدبيلة : سراج من نار يظهر بين

أكتافه حتى ينجم من صدورهم (١).

ولهذا كان حذيفة يقال له : صاحب السر الذى لا يعلمه غيره أى من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء، قد أطلعه عليهم رسول الله ﷺ دون غيره، والله أعلم.

তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি তাদের বাহনের মুখে আঘাত করলেন। এতে তারা ভীত হয়ে অপমানিত ও পরাজিত অবস্থায় ফিরে গেল। রাসুলুল্লাহ ﷺহুযাইফা ও আম্মারকে তাদের নাম এবং রাসুলুল্লাহ -ﷺএর বিরুদ্ধে তারা যে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, সে বিষয়ে অবহিত করলেন। আর তাদের ব্যাপারে বিষয়টি গোপন রাখার জন্য তিনি হুযাইফা ও আম্মারকে নির্দেশ দিলেন। একই ঘটনা ইউনুস ইবনু বুকাইর, ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাদের মধ্য থেকে

কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাকী বলেছেন, তাবারানীর আল-মু'জাম-এও এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এই ঘটনার সত্যতার পক্ষে আরও একটি প্রমাণ হলো— ইমাম মুসলিম যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন:

যুহাইর ইবনু হারব আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু আহমাদ আল-কূফী আমাদের বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, ওয়ালিদ ইবনু জুমাই' আমাদের বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আবু তুফাইল আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আকাবার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তি ও হুযাইফার মধ্যে মানুষের মধ্যে সাধারণত যে ধরনের বিরোধ হয়,

তেমন একটি বিরোধ হয়েছিল। তখন সেই ব্যক্তি বলল, "আল্লাহর নামে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি— আকাবার ঘটনায় কতজন লোক ছিল?"

তখন উপস্থিত লোকেরা তাকে বলল, "সে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, তখন তাকে বলে দাও।"

হুযাইফা বললেন, "আমাদের জানানো হয়েছিল যে তারা ছিল চৌদ্দজন। তবে তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো, তাহলে মোট সংখ্যা ছিল পনেরজন।"

এরপর তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাদের মধ্যে বারোজন এমন ছিল, যারা দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে, সেদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। আর তিনজনের ব্যাপারে তাদের অজুহাত গ্রহণ

করা হয়েছিল। তারা বলেছিল, ‘আমরা রাসুলুল্লাহ -ﷺএর আহ্বানকারীর কথা শুনিনি এবং ঐ লোকেরা কী উদ্দেশ্য করেছিল, তাও আমরা জানতাম না।’”

আরও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসুলুল্লাহ ﷺএকটি উত্তপ্ত ও পাথুরে প্রান্তর অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, “পানি অল্প; অতএব কেউ যেন আমার আগে সেখানে না যায়।”

কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, কিছু লোক তাঁর আগেই পানির কাছে পৌঁছে গেছে। তখন তিনি সেদিন তাদের প্রতি অভিশাপ করেছিলেন।

ইমাম মুসলিম আরও একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। কাতাদা, আবু নাদরাহ, কায়স ইবনু উবাদ এবং আম্মার ইবনু ইয়াসিরের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আম্মার বলেন:

“হুযাইফা আমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺথেকে বর্ণনা করে বলেছেন—‘আমার সাহাবিদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রয়েছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, যতক্ষণ না উট সুঁইয়ের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে আটজনকে ধ্বংস করার জন্য ‘দুবাইলা’ই যথেষ্ট।”

‘দুবাইলা’ হলো আগুনের এমন একটি শিখা বা জ্বলন্ত অগ্নিগোলক, যা তাদের দুই কাঁধের মাঝখান থেকে প্রকাশ পাবে এবং তাদের বুকের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

এ কারণেই হুযাইফাকে “গোপন তথ্যের অধিকারী” বলা হতো—অর্থাৎ এমন একটি গোপন বিষয়, যা অন্যরা জানত না। বিশেষ করে মুনাফিকদের একটি দলের

পরিচয় ও নাম সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অবহিত করেছিলেন, যা অন্যদের জানানো হয়নি।

আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive

https://share.google/SndDza0yb7hSVVJ0V

■মাজমা আল জাওয়াইদ, খন্ডঃ১,পৃ:১৪৫,হাদিসঃ৪২৫।

লেখক: হাফিজ নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বকর ইবনু সুলাইমান আল-হাইসামী আল-মিসরী(মৃঃ৮০৭হিঃ)

وعن أبي الطفيل، قال: خرج رسول الله الله إلى غزوة تبوك، فانتهى إلى عقبة، فأمر مناديه فنادى: لا يأخذن العقبة أحد، فإن رسول الله ﷺ يسير يأخذها، وكان رسول الله ﷺ يسير وحذيفة يقوده وعمار بن ياسر يسوقه، فأقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى غشوا النبي ، فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل، فقال النبي ﷺ الحذيفة قد قد فلحقه عمار، فقال: سق سق، حتى أناخ فقال لعمار: هل تعرف القوم؟»، فقال: لا، كانوا متلثمين، وقد عرفت عامة الرواحل، قال: «أتدرى ما أرادوا برسول الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم، قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه من العقبة، فلما كان بعد ذلك نزع بين عمار وبين رجل منهم شيء ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن يمكروا برسول الله ؟ قال : نرى أنهم أربعة عشر، قال: فإن كنت فيهم فكانوا خمسة عشر، ويشهد عمار أن اثنى عشر حزبا لله ورسوله في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد.

رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

আবু তুফাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ তাবুক অভিযানে বের হলেন। তিনি একটি গিরিপথে পৌঁছালে তাঁর ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে ঘোষণা করল: "কেউ যেন এই গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম না করে; কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺনিজেই এটি দিয়ে অতিক্রম করবেন।"

রাসুলুল্লাহ ﷺযখন সেই পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন হুযাইফা তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির তাঁর পশ্চাতে থেকে পথ পরিচালনা করছিলেন।

এমন সময় কয়েকজন লোক মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে উটের পিঠে চড়ে এগিয়ে এসে নবী -ﷺএর একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। তখন আম্মার ফিরে গিয়ে তাদের বাহনগুলোর মুখে আঘাত করলেন। নবী

ﷺহুযাইফাকে বললেন, “থামাও, থামাও!” আম্মারও তাঁর কাছে ফিরে এলেন। তিনি বললেন, “চালাও, চালাও।”

এরপর তিনি বাহন থামিয়ে বসে পড়লেন এবং আম্মারকে বললেন, “তুমি কি লোকগুলোকে চিনতে পেরেছ?”

আম্মার বললেন, “না। তারা মুখ ঢেকে রেখেছিল। তবে তাদের অধিকাংশ বাহন আমি চিনতে পেরেছি।”

তিনি বললেন, “তুমি কি জানো, তারা রাসুলুল্লাহ -ﷺ এর সঙ্গে কী করতে চেয়েছিল?”

আমি বললাম, “আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জ্ঞানী।”

তিনি বললেন, “তারা রাসুলুল্লাহ -ﷺকে ভয় দেখিয়ে তাঁর বাহনকে ছুটিয়ে দিতে চেয়েছিল, যাতে তিনি গিরিপথ থেকে নিচে পড়ে যান।”

পরবর্তীতে একদিন আম্মার ও তাদের মধ্যকার একজন ব্যক্তির মধ্যে মানুষের মধ্যে যেমন তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তেমন একটি বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো। তখন আম্মার বললেন:

“আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—যারা রাসুলুল্লাহ -ﷺএর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল, সেই ‘আকাবার লোক’ কতজন ছিল?”

সে বলল, “আমাদের ধারণা, তারা ছিল চৌদ্দজন।”

আম্মার বললেন, “আর যদি তুমি তাদের মধ্যে হয়ে থাকো, তাহলে তারা ছিল পনেরোজন।”

আম্মার সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাদের মধ্যে বারোজন এমন লোক ছিল যারা দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন

সাক্ষ্যদাতাদের দাঁড় করানো হবে, সেদিনও আল্লাহ ও

তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ ছিল।

এটি তাবারানি 'আল-মু'জাম আল-কাবীর'-এ বর্ণনা

করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive

https://share.google/XY1lvFxByGdGSvHqs

■আল মুহাল্লা ইবনে হাজম খন্ড-১১ পৃষ্টা-২২৪ |
লেখকঃ ইবনে হাজম

وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فانه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان . وطلحة . وسعد بن أبي وقاص رضى الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم

আর হুযাইফা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এটি ওয়ালিদ ইবনে জুমাইয়ের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর সে একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত তথা অত্যন্ত দুর্বল রাবি। তবে আমরা মনে করি না যে, সে হাদিস জাল করার ব্যাপারে পারদর্শী ছিল। কেননা, সে এমন কিছু বর্ণনা করেছে, যাতে উল্লেখ রয়েছে যে—আবু বকর, উমর, উসমান, তালহা এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) রাসুলুল্লাহ -ﷺকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

PDF লিংকঃ

⬇️
https://archive.org/details/9_20210409_202104

❑ ইবনু হাযমের সুন্নি মতাদর্শ তাকে এই বর্ণনাটিকে জাল বা মনগড়া বলে অভিহিত করতে বাধ্য করেছিল

ইবনু হাযমের সুন্নি মতাদর্শ তাকে এই বর্ণনাটিকে জাল বা মনগড়া বলে অভিহিত করতে বাধ্য করেছিল। এ জন্য তিনি বর্ণনাকারী ওয়ালিদ ইবনু জামী'-এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে তার পক্ষ থেকে এটি ছিল একটি দুর্বল ও অপ্রয়োজনীয়

প্রচেষ্টা। কারণ আহলে সুন্নাহর হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ একাধিক বিশিষ্ট ইমাম ওয়ালিদ ইবনু জামী'-এর নির্ভরযোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি তাকে 'সাদূক' (সত্যবাদী/নির্ভরযোগ্য) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

❑ রাবি: ওয়ালিদ ইবনু জামী

■তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠাঃ ৬৫১, জীবনী নং ৭৪৩২। লেখকঃ ইবনে হাজার আসকালানি

الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري ، المكي ، نزيل الكوفة : صدوق يهم ، ورمي بالتشيع ، من الخامسة . بخ م د ت م .

كاشف الذهبي : عن أبي الطفيل ، وأبي سلمة ، وعنه القطان ، ووكيع ، وتقوه ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث .

مراسيل أبي زرعة : الوليد بن جميع ، قال أبو حاتم : لم يدرك جعدة بن هبيرة .

ওয়ালিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুমাই‘ আয-যুহরী, মক্কার অধিবাসী; পরবর্তীতে কুফায় বসবাসকারী। তিনি সাদূক (সত্যবাদী/গ্রহণযোগ্য রাবি), তবে কখনো কখনো ভুল করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে তাশাইয়্যু‘ (শিয়া মতের প্রতি ঝোঁক)-এর অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি পঞ্চম

স্তরের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বর্ণনা বুখারি (খ), আবু দাউদ (দ), তিরমিজি (ত) ও মুসলিম (ম)-এ রয়েছে।
কাশিফ (ইমাম যাহাবি): তিনি আবু তুফাইল ও আবু সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ওয়াকী‘ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁর ব্যাপারে তাকে বিশ্বস্ত/মজবুত রাবি হিসেবে গণ্য করেছেন। আবু হাতিম বলেছেন: "তিনি হাদিসের ক্ষেত্রে সালিহ (গ্রহণযোগ্য) ছিলেন।"
মারাসিলু আবি যুর‘আহ: ওয়ালিদ ইবনে জুমাই‘ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেছেন: "তিনি জা‘দাহ ইবনে হুবাইরাহকে পাননি/তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেননি।"
সংক্ষেপে: এখানে রাবি ওয়ালিদ ইবনে জুমাই‘কে মূলত সাদূক, তবে ভুলপ্রবণ বলা হয়েছে; পাশাপাশি তাঁর

বিরুদ্ধে তাশাইয়্যু‘-এর অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে।

আর আবু হাতিমের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি জা‘দাহ ইবনে হুবাইরাহ থেকে সরাসরি বর্ণনা করার সময়কাল পাননি।

PDF লিংক:⬇

https://archive.org/details/TaghribTahthibMajmuatKutub

■আল কাশফ, খন্ডঃ ২, পৃঃ৩৫২,সাহাবী নং ৬০৭২।
লেখকঃ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী
الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن أبي الطفيل، وأبي سلمة، وعنه القطان، ووكيع، وثقوه، وقال أبو حاتم : صالح الحديث. مدت س.

“অল-ওয়ালিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জামি‘ থেকে, তিনি روايتকরেছেন আবু তুফাইল এবং আবু সালামা থেকে, এবং কাত্তান, উকায়ী‘ থেকেও, এবং আমরা তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি। আবু হাতেম বলেন: তিনি) صالح الحديثহাদিসে সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য)। তার জীবনকাল দীর্ঘ ছিল।”

■আল-কাশিফ, খণ্ডঃ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৫২।

PDF লিংকঃ

https://images.app.goo.gl/pkGH45wKc1AdjLRQ6

■মিজানুল ইতদাল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৭, সাহাবী নং ৯৩৬২, প্রকাশক: দারুল মাআরিফা।

লেখকঃ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী

الوليد بن جميع [د ، ت ، س ، م] . هو ابن عبد الله بن جميع الزهري الكوفى . عن أبي الطفيل ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن . وعنه يحيي ابن سعيد] (1) القطان ، وأبو أحمد الزبيري ، وجماعة .

وثقه ابن معين ، والعجلي ، وقال أحمد وأبو زرعة : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن حبان : فحش تفرده فبطل الاحتجاج به .
وقال الحاكم : لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى .
وقال الفلاس : الوليد ابن عبد الله بن جميع الزهرى من أنفسهم ،

আল-ওয়ালিদ ইবন জামী‘ [দ, ত, স, ম] - তিনি

কুফার আল-জাহরি আবদুল্লাহ ইবন জামী‘-এর ছেলে। তিনি রিওয়ায়াত করেছেন আবু তাফাইল এবং আবু

সালামা ইবন আব্দুর রহমান থেকে। এছাড়াও তার রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন ইয়াহিয়া ইবন সাইয়েদ, আল-কাত্তান, আবু আহমাদ জুবায়রি এবং আরও অনেকে।

নিয়ততা ও বিশ্বস্ততা:

ইবন মঈন এবং আল-'আজলি তাকে বিশ্বস্ত (থিকাহ) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ এবং আবু জার'া বলেছেন: "তার রিওয়ায়াতে কোনো সমস্যা নেই।"

আবু হাতেম বলেছেন: "তার হাদীস সঠিক।"

ইবন হিবান মন্তব্য করেছেন: "তাঁর এককভাবে প্রাপ্ত রিওয়ায়াত ভয়ঙ্কর (ফাহিশ), তাই এটিকে যুক্তির জন্য ব্যবহার করা যায় না।"

হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও সমালোচনা:

আল-হাকিম বলেছেন: “যদি মুসলিম তাকে সাহিহে উল্লেখ না করতেন, তবে এটিকে আরও গ্রহণযোগ্য বলা যেত।”

আল-ফালাস মন্তব্য করেছেন: “ওয়ালিদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন জামী‘ আল-জাহরিদের মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত এবং বিশ্বস্ত।

■মিজান আল-ইতিদাল, খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৭,সাহাবী নং ৯৩৬২।

PDF লিংকঃ

https://share.google/hWfi6sOWxf5uXxUN3

❑ **নিশ্চয়ই, সাহাবি ও তাবেঈদের অধিকাংশই আলী (আঃ)কে ঘৃণা করত, গালিগালাজ করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।**

■মিনহাজ আস সুন্নাহ,খন্ডঃ৭,পৃঃ১১৩৭-১৩৮।

লেখক: ইবনে তাইমিয়া

ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين
كانوا يبغضونه
ويسبونه ويقاتلونه

"আলী এমন ছিলেন না; বরং সাহাবি ও তাবেঈদের অনেকেই তাঁকে ঘৃণা করত, তাঁকে গালি দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive

https://share.google/XguKvSS70PLabnzuk

■সহীহ মুসলিম, হাদিসঃ১৪৩।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَىَّ أَنْ لاَ يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ .

‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

সে মহান সত্তার কসম! যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, নবী ((ﷺআমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুমিন ব্যক্তিই আমাকে ভালোবাসবে, আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে|

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

https://sunnah.com/muslim:78

রসুল (সাঃ) ইন্তেকালে পূর্বেই ইবনে আব্বাস (রঃ) খেলাফত ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে আলী (আঃ)কে সতর্ক করেন

■সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৪৪৪৭|

إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَإِنِّيْ وَاللهِ لَأَرَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إِنِّيْ لَأَعْرِفُ وُجُوْهَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلْنَسْأَلْهُ فِيْمَنْ هَذَا الْأَمْرُ إِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيْ غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنِّيْ وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর কাছ থেকে বের হয়ে আসেন যখন তিনি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবুল হাসান! রাসূলুল্লাহ ((ﷺআজ কেমন আছেন?" তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ, তিনি কিছুটা সুস্থ।"

তখন আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) তাঁর হাত ধরে তাঁকে বললেন, "আল্লাহর কসম! তুমি তিন দিন পরে হবে লাঠির দাস। আল্লাহর শপথ! আমি মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ ((ﷺএই রোগে

অচিরেই ইন্তিকাল করবেন। কারণ, আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশের অনেকের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছি। চল যাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে, তিনি (নেতৃত্বের) দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করে যাচ্ছেন। যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো তা আমরা জানব। আর যদি আমাদের ব্যতীত অন্যদের উপর ন্যস্ত করে যান, তাহলে তাও আমরা জানতে পারব এবং তিনি ওসিয়ত করে যাবেন।”

তখন আলী (রাঃ) বললেন, “আল্লাহর কসম! যদি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমরা জিজ্ঞেস করি আর তিনি আমাদের নিষেধ করে দেন, তবে তারপরে লোকেরা আর আমাদের তা প্রদান করবে না। আল্লাহর

কসম! আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (-(ﷺকে জিজ্ঞেস করব না।”

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইন্তেকাল এর পূর্বে কী আবু বকর সাহেব কে ইমামতী'র দায়িত্ব দিয়েছে নাকি আয়েশা চালাকি করে আবু বকর কে দায়িত্ব দিয়েছেন

....

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৬৭৮-৬৭৯।

▪হাদিসঃ ৬৭৮।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " فَعَادَتْ فَقَالَ " مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ". فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী ((ﷺঅসুস্থ হয়ে পড়লেন, ক্রমে তাঁর অসুস্থতা তীব্রতর হলে তিনি বললেন, ‘আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল।’

আয়িশা (রাঃ) বললেন, ‘তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক, যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন না।’

নবী ((ﷺআবার বললেন, ‘আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে।’

আয়িশা (রাঃ) আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, ‘আবু বকর (রাঃ)-কে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সাথী মহিলাদের মতোই।’

অতঃপর একজন সংবাদদাতা আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ নিয়ে আসলেন এবং তিনি নবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশাতেই লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪হাদিসঃ৬৭৯।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَهْ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ". فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.

উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আল্লাহর রসূল (ﷺ) অন্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আবু বকর (রাঃ)-কে বল সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি বললাম, আবু বকর (রাঃ) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কান্নার দরুন লোকেরা তাঁর কিছুই শুনতে পাবে না। কাজেই উমর (রাঃ)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি হাফসা (রাঃ)-কে বললাম, তুমিও আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বল যে, আবু বকর (রাঃ) আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার জন্য লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না। তাই উমর (রাঃ)-কে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন।’ হাফসা (রাঃ) তাই করলেন।

তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘থামো, তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গী মহিলাদের মত। আবু বকর (রাঃ)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল।’

তখন হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, ‘আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভালো কিছু পেলাম না।’

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪বিশ্লেষণঃ উক্ত হাদিস'টি লক্ষ করুন রাসুল আয়েশা এবং হাফসা কে ইউসুফ (আঃ) সাথে চক্রান্ত করা মহিলাদের সাথে তুলনা করেছেন এতো সামান্য একটা বিষয়ের জন্য রাসুল (সাঃ) এতোবড় অপবাদ দিতে পারেনা যে তোমরা হলে মিসরের চক্রান্ত'কারী মহিলাদের মতো ? কারণ আয়েশা শুধু বলেছেন যে আবু বকর খুবই নরম হৃদয়ের মানুষ সে ইমামতী করতে পারবে না তাই উমর কে এই দায়িত্ব দেন এখানে চক্রান্ত করার কী আছে যে রাসুল (সাঃ) আয়েশা এবং হাফসা কে ইউসুফ (আঃ) এর সাথে চক্রান্ত'কারী মহিলাদের সাথে তুলনা করবেন নিশ্চয়ই তারা এমন কোন চক্রান্ত করেছে যা উক্ত হাদিসে বর্ননা করেনি

▪মুসনাদ আহমদ,খন্ডঃ৩,পৃঃ৪১৯-৪২০, হাদীসঃ৩৩৫৫।

লেখকঃ আহমদ ইবনে হাম্বল

حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن أرقم بن

شرحبيل عن ابن عباس قال: لما مرض رسول الله الله مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فقال: «ادعوا لي علياه ، قالت عائشة: ندعو لك أبا بكر؟، قال : ادعوه ، قالت حفصة: يا رسول الله، ندعو لك عمر ؟، قال : ادعوه»، قالت أم الفضل : يا رسول الله الله ، ندعو لك العباس ؟، قال: ادعوه ، فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليا، فسكت، فقال عمر: قوموا عن رسول الله الله ، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل حصر، ومتى ما لا يراك الناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلي بالناس ؟!، فخرج أبو بكر فصلي بالناس ووجد النبي الله من نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا أبا بكر، فذهب يتأخر، فأومأ إليه، أن مكانك، فجاء النبي الله حتى جلس ، قال : وقام أبو بكر عن يمينه، وكان أبو بكر يأتم بالنبي الله ، والناس يأتمون بأبي بكر، قال ابن عباس وأخذ النبي من القراءة من حيث بلغ أبو بكر، ومات في مرضه ذاك، عليه السلام، وقال وكيع مرة : فكان أبو بكر يأتم بالنبي الله ، والناس يأتمون بأبي بكر.

আমাদেরকে ওয়াকী‘ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আরকাম ইবনু শারাহবীল থেকে, আর তিনি **ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস বলেন–**

রাসুলুল্লাহ ﷺযে অসুস্থতায় ইন্তেকাল করেন, সেই অসুস্থতার সময় তিনি আয়েশার ঘরে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, “আমার কাছে আলীকে ডেকে আনো।”

আয়েশা বললেন, “আমরা কি আপনার জন্য আবু বকরকে ডেকে আনব?”

তিনি বললেন, “তাকে ডাকো।”

হাফসা বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি আপনার জন্য উমরকে ডেকে আনব?”

তিনি বললেন, “তাকে ডাকো।”

উম্মুল ফযল বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি আপনার জন্য আব্বাসকে ডেকে আনব?”

তিনি বললেন, “তাকে ডাকো।”

অতঃপর তারা সবাই একত্রিত হলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺমাথা তুলে তাকালেন; কিন্তু সেখানে আলীকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি নীরব রইলেন।

উমর বললেন, “তোমরা আল্লাহর রাসুলের কাছ থেকে উঠে যাও।”

এরপর বিলাল এসে নামাজের সময় হয়েছে বলে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আবু বকরকে বলো, তিনি যেন লোকদের নিয়ে নামাজ পড়ান।”

আয়েশা বললেন, “আবু বকর অত্যন্ত কোমলচিত্তের মানুষ। আপনি যখন তাঁর সামনে থাকবেন না, তখন লোকেরা তাঁকে কাঁদতে দেখবে। সুতরাং আপনি যদি উমরকে লোকদের নিয়ে নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দিতেন!”

এরপর আবু বকর বের হয়ে লোকদের নিয়ে নামাজ পড়ালেন।

এদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺনিজের মধ্যে কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন। তিনি দুই ব্যক্তির সাহায্যে বের হয়ে এলেন। তাঁর পা দুটো মাটিতে টেনে টেনে চলছিল।

লোকেরা তাঁকে দেখে আবু বকরকে ইশারা করে তাসবিহ পাঠ করল। আবু বকর পেছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺতাঁকে ইশারা করে বললেন, “তুমি তোমার জায়গাতেই থাকো।”

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺএগিয়ে এসে বসে পড়লেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর তাঁর ডান পাশে দাঁড়ালেন। আবু বকর রাসুলুল্লাহ -ﷺএর অনুসরণ করে নামাজ পড়ছিলেন এবং লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করে নামাজ পড়ছিল।

ইবনু আব্বাস বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺআবু বকর যতটুকু কিরাআত করেছিলেন, সেখান থেকেই কিরাআত গ্রহণ করে পড়েছিলেন।

এরপর তিনি সেই অসুস্থতাতেই ইন্তেকাল করেন।

ওয়াকী‘ একবার এভাবেও বর্ণনা করেছেন: “আবু বকর রাসুলুল্লাহ -ﷺএর অনুসরণ করে নামাজ পড়ছিলেন এবং লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করে নামাজ পড়ছিল।”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/MMO3MASeeLXbRemIB

▪**বিশ্লেষণঃ** রাসুল (সাঃ) যদি স্বয়ং নিজে আবু বকর কে ইমামতী'র দায়িত্ব প্রধান করে থাকেন তাহলে রাসুল (সাঃ) কেন নামাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে তিনি (সাঃ) আবু বকর কে ইমামতী থেকে সরিয়ে নিজে ইমামতী করবেন

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৭১২।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ". قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ. قَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ". فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ". فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ وَقَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ.

‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী ((ﷺঅন্তিম রোগে আক্রান্ত থাকাকালে একবার বিলাল (রাঃ) তাঁর নিকট এসে সালাতের (নামাজের) সময় হওয়ার সংবাদ দিলেন। নবী ((ﷺবললেন: আবু বকরকে (রাঃ) বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। [আয়িশা (রাঃ) বললেন] আমি বললাম, আবু বকর (রাঃ) কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং কিরাত পড়তে পারবেন না। তিনি আবার বললেন: আবু বকরকে (রাঃ) বল, সালাত আদায় করতে। আমি আবারও সেকথা বললাম। তখন তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বললেন, তোমরা তো ইউসুফ (আঃ)-এর সাথি রমণীদেরই মত। আবু বকরকে (রাঃ) বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে।

আবু বকর (রাঃ) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, ইতিমধ্যে নবী ((ﷺদুইজন লোকের কাঁধে ভর করে বের হলেন। [আয়িশা (রাঃ) বললেন:] আমি যেন এখনও সে দৃশ্য দেখতে পাই, তিনি দুই পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়াতে লাগলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরে আসতে লাগলেন। নবী ((ﷺইঙ্গিতে তাঁকে সালাত আদায় করতে বললেন, (তবুও) আবু বকর (রাঃ) পিছনে সরে এলেন। নবী ((ﷺতাঁর পাশে বসলেন, আবু বকর (রাঃ) তাকবির শুনাতে লাগলেন।

মুহাযির (রহঃ) আমাশ (রহঃ) হতে হাদিস বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন দাউদ (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■ সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৬৬৪।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ. قِيلَ لِلأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ. وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.

আসওয়াদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত:

একদা আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বসে নিয়মিত সালাত আদায় ও তার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রসূল ((ﷺযখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন সালাতের সময় হলে আজান দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। তাঁকে বলা হলো যে, আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আল্লাহর রসূল ((ﷺআবার সে কথা বললেন এবং তাঁরাও আবার তাই বললেন। তৃতীয়বারও তিনি সে কথা বলে বললেন, তোমরা ইউসুফের সাথীদের মত। আবু বকরকে নির্দেশ দাও যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়।

আবু বকর (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। এদিকে নবী ((ﷺনিজেকে একটু হালকা অনুভব করলেন। দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর দুই পা মাটির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তখন আবু বকর (রাঃ) পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ((ﷺতাঁকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (-(ﷺকে আনা হলো, তিনি আবু বকর (রাঃ)-এর পাশে বসলেন।

আমাশকে জিজ্ঞেস করা হলো: তাহলে নবী ((ﷺইমামাত করছিলেন। আর আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর রসূল (-(ﷺএর অনুসরণে সালাত আদায় করছিলেন এবং লোকেরা আবু বকর (রাঃ)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল। আমাশ (রহঃ) মাথার ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ। আবু দাউদ (রহঃ) শু'বা (রহঃ) সূত্রে আমাশ (রহঃ) হতে হাদিসের কিয়দংশ উল্লেখ করেছেন। আবু মু'আবিয়াহ (রহঃ) অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি আবু বকর (রাঃ)-এর বাঁ দিকে বসেছিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪**বিশ্লেষণঃ** সহীহ বুখারীর হাদিস: ৬৬৪-৭১২ পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে আবু বকর সাহেব নামাজের ইমামতী করেনি রাসুল (সাঃ) স্বয়ং নিজে ইমামতী করেছে আবু বকর শুধু মাত্র তাকবির দিয়েছেন যেন পিছন সারীর নামাজী'গন বুঝতে পারে যে এখন রুকু হচ্ছে এখন সেজদা হচ্ছে

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তো সামান্য একটা বিষয়ের জন্য গুনধর দুজন মহিলা আয়েশা এবং হাফসা কে ইউসুফ (আঃ) সাথে চক্রান্ত'কারী মহিলাদের সাথে তুলনা করেছেন এবার আসুন দেখি আল্লাহ তাদের বিষয়ে কী বলেন

❑ রসুল (সাঃ) দুজনের কাধে ভর করে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন আম্মাজান আয়েশা তাদের নাম উল্লেখ করেনি,

দুজনের মধ্যে আলী (আঃ) ছিলেন। আর আলী (আঃ) তিনি পছন্দ করতেন না তাই ।

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ২৫৮৮।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ. قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

নবী ((ﷺভারী হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কষ্ট বেড়ে গেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নিকট আমার ঘরে শুশ্রূষা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা তাঁকে সম্মতি দিলেন। অতঃপর একদা দুই ব্যক্তির উপর ভর করে বের হলেন, তখন তাঁর উভয় পা মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি আব্বাস (রাঃ) ও আরেক ব্যক্তির মাঝে ভর দিয়ে চলছিলেন।

উবাইদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আয়িশা (রাঃ) যা বললেন, তা আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আরজ করলাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, আয়িশা (রাঃ) যার নাম উল্লেখ করলেন না, তিনি কে, তা জান কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন আলি ইবনু আবু তালিব (রাঃ)।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

- মুসনাদ আহমদ,খন্ডঃ৪৩,পৃঃ৮৬-৮৭,হাদিসঃ২৫৯১৪।

লেখকঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

حدثنا عبد الرزاق، عن معمر ، قال : قال الزهري : وأخبرني

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

أن عائشةَ أَخْبَرَتْه ، قالت : أَوَّلُ ما اشتكى رسول الله ﷺ في

بيت ميمونة، فَاسْتَأْذَنَ أزواجه أنْ يُمَرَّضَ في بيتها، فأَذِنَّ له. قالت : فَخَرَجَ ويَدٌ له على الفَضْل بن عباس، ويد على رجل آخر، وهو يَخُطُّ برجليه في الأرض، قال عبيد الله : فحدثت به ابن عباس ، فقال : أتدري) مَنِ الرَّجُلُ الآخر الذي لم تُسَمِّ عائشة؟ هو عَلِيٌّ، ولكن عائشة لا تَطِيبُ له نَفْساً

আবদুর রাজ্জাক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মা'মার থেকে বর্ণনা করেন। মা'মার বলেন, যুহরি বলেছেন:

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আয়েশা তাঁকে বলেছেন–

"রাসুলুল্লাহ ﷺপ্রথমবার যে অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, তখন তিনি মায়মুনার ঘরে ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন, যেন তাঁকে আয়েশার ঘরে সেবা-শুশ্রূষা করা হয়। তাঁরা তাঁকে অনুমতি দিলেন।

আয়েশা বলেন:

'এরপর তিনি বের হলেন। তাঁর এক হাত ছিল ফযল ইবনু আব্বাসের ওপর এবং অপর হাত ছিল আরেক ব্যক্তির ওপর। তিনি তাঁর পা দুটো মাটিতে টেনে টেনে চলছিলেন।'

উবাইদুল্লাহ বলেন:

'আমি এই বর্ণনাটি ইবনু আব্বাসকে জানালাম। তখন তিনি বললেন:

তুমি কি জানো, আয়েশা যে অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি, তিনি কে?

তিনি আলী। কিন্তু আয়েশার অন্তর তাঁর প্রতি স্বস্তি অনুভব করত না।'

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/tDA8jjhDScYlnIPMX

■সুরা: আত তাহরীম আয়াতঃ ১০।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيۡنَ كَفَرُوا امۡرَاَتَ نُوۡحٍ وَّ امۡرَاَتَ لُوۡطٍ ؕ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَيۡنِ مِنۡ عِبَادِنَا صَالِحَيۡنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمۡ يُغۡنِيَا عَنۡهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيۡـًٔا وَّ قِيۡلَ ادۡخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيۡنَ

যারা কুফরি করে তাদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন; তারা আমার বান্দাদের মধ্য হতে দু'জন সৎবান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা উভয়ে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, অতঃপর আল্লাহর আযাব হতে রক্ষায় নূহ ও লূত তাদের কোন কাজে আসেনি। বলা হল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।

■ তাফসীর ফাতুল কাদির,খন্ডঃ৫,পৃ:৩৩৯।

লেখকঃইমাম আলি ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ শাওকানি [আহালে হাদীস]

وقال يحيى بن سلام : ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله ﷺ حين تظاهرتا عليه ، وما أحسن من قال : فإن ذكر امرأتى النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول ﷺ يرشد

ইয়াহিয়া বিন সালাম বলেন : যারা কাফের ছিল তাদের জন্য আল্লাহ একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন, আয়েশা ও হাফসাকে উদ্দেশ্য করে তারা রাসুল সাঃ কে অমান্য করেছে এবং তিনি সাঃ বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন যেমনটি নূহ আঃ এবং লূত আঃ স্ত্রী'গন দুজন নবীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন তাই মহামহিম আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে আয়েশা এবং হাফসা কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে নবী সাঃ বিরুদ্ধে চক্রান্ত বন্ধ না করলে তাদের পরিস্থিতি হবে নূহ এবং লূত আঃ স্ত্রী'গের মতো

PDF লিংকঃ

https://share.google/JG4AZ6ahUYdS6Su8e

■ আল ওয়াশিত ফি তাফসীর কুরআন আল মাজিদ,খন্ডঃ৪,পৃঃ৩৩২।

লেখকঃ আলি ইবনে আহমদ আল ওয়াহিদি আল নিসাপুরী (মৃঃ৪৬৮হিঃ)[মাযহাব: শাফেয়ী]

ثم خوف عائشة وحفصة في تظاهرهما على الرسول، وذكر أنهما إن عصنا ربهما لم يغن محمد ﷺ عنهما شيئاً، وضرب لهما امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً فقال : ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ثم ذكر حالهما

অতঃপর আয়েশা এবং হাফসা যখন চক্রান্তে লিপ্ত হলেন তখন আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে আয়েশা এবং হাফসা কে উপদেশ দিলেন যে তোমাদের মতোই নূহ এবং লূত (আঃ) স্ত্রী'গন চক্রান্তে লিপ্ত ছিল সুতরাং তোমরা সাবধান হও নয়তো তোমাদেরও নূহ এবং লূত (আঃ) স্ত্রী'গনের মতো পরিস্থিতি ভোগ করতে হবে

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/f8E4pfnA9eV861s3b

▪**বিশ্লেষণ:** একবার চিন্তা করে দেখুন দুজন গুনধর মহিলা কতটুকু চক্রান্তে লিপ্ত হলে মহামহিম আল্লাহ তাদেরকে নূহ এবং লূত (আঃ) স্ত্রী'গনের সাথে তুলনা করতে পারে এবং রাসুল (সাঃ) ইউসুফ (আঃ) সাথে চক্রান্ত'কারী মহিলাদের সাথে আয়েশা এবং হাফসা কে তুলনা করতে পারে এখানেই শেষ না মহামহিম আল্লাহ সুরা তাহরীমের আয়াত নাম্বার ৪ আয়েশা এবং হাফসা কে বলেছেন তাদের অন্তর বক্র পথে চলে গেছে তাই তারা যদি তওবা করে তাহলে ভালো। সুরা তাহরীমের আয়াত ৫ তাদের তালাক দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে

■ সহীহ বুখারী,হাদিসঃ ২৪৬৮।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} فَقَالَ وَاعَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ، فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهْىَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فَأَفْزَعَنِي، فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَىْ حَفْصَةُ، أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ. فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ، أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَتَهْلِكِينَ لاَ تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَىْءٍ وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ـ يُرِيدُ عَائِشَةَ ـ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ أَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ. وَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ. قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي. قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لاَ أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ، فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلاَمَ. فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا، فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُونِي قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىَّ، فَقَالَ " لاَ ". ثُمَّ قُلْتُ ـ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَذَكَرَهُ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ـ يُرِيدُ عَائِشَةَ ـ

فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ. فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا. فَقَالَ " أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ " مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ". مِنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَعُدُّهَا عَدًّا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ". وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ " إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ". قَالَتْ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ. ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ قَالَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ} إِلَى قَوْلِهِ { عَظِيمًا} ". قُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আমি নবী (-(ﷺএর সহধর্মিণীদের মধ্যে ঐ দু’সহধর্মিণী সম্পর্কে উমর (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করতে সব সময় আগ্রহী ছিলাম, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ “যদি তোমরা দু’জনে তওবা কর (তাহলে সেটাই হবে কল্যাণকর)। কেননা, তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে”- (সূরা আত-তাহরীম : ৪)।

একবার আমি তাঁর (উমর (রাঃ)-এর) সঙ্গে হজ্জে রওয়ানা করলাম। তিনি রাস্তা হতে সরে গেলেন। আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গতি পরিবর্তন করলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র হতে তাঁর দু’হাতে পানি ঢাললাম, তিনি ওজু করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু’মিনীন! নবী (-(ﷺএর সহধর্মিণীদের মধ্যে দু’সহধর্মিণী কারা ছিলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ “যদি তোমরা দু’জনে তওবা কর (তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর) কেননা, তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে”- (সূরা আত-তাহরীম : ৪)। তিনি বললেন, হে ইবনু আব্বাস! এটা তোমার জন্য তাজ্জবের বিষয় যে, তুমি জান না। তারা দু’জন হলেন, আয়িশা ও হফসা (রাঃ)। অতঃপর উমর (রাঃ) পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনু উমাইয়া ইবন যায়দের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু’জনে পালাক্রমে নবী (-(ﷺএর নিকট হাজির হতাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম, আমি যে দিন যেতাম সে দিনের খবর (ওহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যে দিন যেতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন। আর আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আনসারদের কাছে আসলাম তখন তাদেরকে এমন পেলাম, যাদের নারীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনসারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল।

একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করল। আর এই প্রতিউত্তর আমার পছন্দ হল না। তখন সে আমাকে বলল, আমার প্রতিউত্তরে তুমি অসন্তুষ্ট হও কেন? আল্লাহর কসম! নবী (-(ﷺএর সহধর্মিণীরাও তো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোন কোন সহধর্মিণী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তাঁর কাছ হতে আলাদা থাকেন। এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, যিনি এরূপ করেছেন তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

তারপর আমি জামা-কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হফসা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে হফসা! তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহ (-(ﷺকে অসন্তুষ্ট রাখে। সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম তবে তো সে বরবাদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ((ﷺঅসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন? এর ফলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করো না এবং তাঁর কোন কথার প্রতিউত্তর দিও না এবং তাঁর হতে পৃথক থেক না। তোমার কোন কিছুর দরকার হয়ে থাকলে আমাকে বলবে। আর তোমার প্রতিবেশী তোমার চেয়ে অধিক সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর অধিক প্রিয় এ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তিনি উদ্দেশ্য করেছেন আয়িশা (রাঃ)-কে।

সে সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাসসানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথী তার পালার দিন নবী (-(ﷺএর কাছে গেলেন এবং এশার সময় এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন, তিনি (উমর (রাঃ)) কি ঘুমিয়েছেন? তখন আমি ঘাবড়িয়ে তাঁর কাছে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কী? গাসসানের লোকেরা কি এসে গেছে? তিনি বললেন, না, বরং তার চেয়েও বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ((ﷺতাঁর সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন। উমর (রাঃ) বললেন, তাহলে তো হফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার তো ধারণা ছিল যে, এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে।

আমি কাপড় পরে বেরিয়ে এসে নবী (-(ﷺএর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে নবী ((ﷺতাঁর কোঠায় প্রবেশ করে একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হফসা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দেইনি? রাসূলুল্লাহ ((ﷺকি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি তাঁর ঐ কোঠায় আছেন। আমি বের হয়ে মিম্বরের কাছে আসলাম, দেখি যে লোকজন মিম্বরের চারপাশ জুড়ে বসে আছেন এবং কেউ কেউ কাঁদছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার ঔৎসুক্য প্রবল হল, রাসূলুল্লাহ ((ﷺযে কোঠায় ছিলেন, আমি সে কোঠার কাছে আসলাম।

আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, উমরের জন্যে অনুমতি গ্রহণ কর। সে প্রবেশ করে নবী (-(ﷺএর সাথে আলাপ করে বেরিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। আমি ফিরে এলাম এবং মিম্বরের পাশে বসা লোকদের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আমার আবার উদ্বেগ প্রবল হল। তাই আমি আবার এসে গোলামকে বললাম। (উমরের জন্যে অনুমতি গ্রহণ কর) এবারও সে আগের মতোই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম, গোলাম আমাকে ডেকে বলল, রাসূলুল্লাহ ((ﷺআপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।

এখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করে দেখি, তিনি খেজুরের পাতায় তৈরী ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাই এর উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাই এর মাঝখানে কোন ফরাশ ছিল না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়িয়ে আবার আরয করলাম, আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তখন তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, না। তারপর আমি (থমথমে ভাব কাটিয়ে) অনুকূল ভাব সৃষ্টির জন্যে দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (!(ﷺদেখুন, আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর যখন আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট এলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে। তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। এতে নবী ((ﷺমুচকি হাসলেন।

তারপর আমি বললাম, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, আমি হফসার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে এ কথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় এবং নবী (-(ﷺএর অধিক প্রিয়। এ কথা দ্বারা তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে বুঝিয়েছেন। নবী ((ﷺআবার মুচকি হাসলেন। তাঁকে একা দেখে আমি বসে পড়লাম।

তারপর আমি তাঁর ((ﷺঘরের ভিতর এদিক সেদিক দৃষ্টি করলাম। কিন্তু তাঁর ((ﷺঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত দৃষ্টিপাত করার মতো আর কিছুই দেখতে পেলাম না, তখন আমি আরয করলাম, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আপনাকে উম্মতকে পার্থিব স্বচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে পার্থিব (অনেক প্রাচুর্য) দেয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না। তিনি ((ﷺতখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ক্ষমার দোয়া করুন।

হফসা (রাঃ) আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে এ কথা প্রকাশ করলেই নবী ((ﷺসহধর্মিণীদের হতে আলাদা হয়েছিলেন। তাঁদের উপর রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর ভীষণ রাগের কারণে তা হয়েছিল। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যখন ঊনত্রিশ দিন কেটে গেল, তিনি সর্বপ্রথম আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে এলেন। আয়িশা (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না। আর এ পর্যন্ত আমরা ঊনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি, যা আমি ঠিক ঠিক গণনা করে রেখেছি। তখন নবী ((ﷺবললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। আর মূলত এ মাসটি ঊনত্রিশ দিনেরই ছিল।

আয়িশা (রাঃ) বলেন, যখন ইখতিয়ারের আয়াত নাজিল হল, তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তবে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে এর জওয়াবে তুমি তাড়াহুড়ো করবে না। আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী ((ﷺএ কথা জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর ((ﷺহতে আলাদা হওয়ার পরামর্শ আমাকে কখনো দিবেন না।

তারপর নবী ((ﷺবললেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ ''হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলুন। তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং তার চাকচিক্য কামনা কর, তবে আস; আমি তোমাদেরকে কিছু সম্বল প্রদান করি আর তোমাদেরকে সদ্ভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে (এবং) তাঁর রাসূলকে চাও এবং কামনা কর পরলোক, তবে তোমার অন্তর্গত সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন”- (সূরা আল-আহযাব : ২৮-২৯)।

আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার পিতা-মাতার কাছে কি পরামর্শ নেব? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন (সাফল্য) পেতে চাই। তারপর তিনি ((ﷺতাঁর অন্য সহধর্মিণীদেরকেও ইখতিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকে সে একই জবাব দিলেন, যা আয়িশা (রাঃ) দিয়েছিলেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

Sahih Al Bukhari Hadith 678

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=24514

Sahin Al Bukhari Hadith 679

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=24515

Sahih Al Bukhari Hadith 664

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=24500

Sahih Al Bukhari Hadith 712

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=24548

Bukhari Hadith 2468

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=26530

❑ রসুল (সাঃ) এর ইন্তেকালের সত্য উৎঘাটন

▪রসুল (সাঃ) কি খায়বারে বিষপানের কারণে ইন্তেকাল করেন সত্য কতটুকু ❓

▪রসুল (সাঃ) এর অসুস্থতার অজুহাতে কেন মুখে জোর পূর্বক ওষুধ ঢেলে দেওয়া হলো রসুল (সাঃ) বারণ করা সত্ত্যেও নাকি এর পিছনে অন্য কোনো চক্রান্ত ছিলো ❓

▪রসুল (সাঃ) এর কি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিলো নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে ❓

❑ আসুন সেই ইতিহাসের কালো অধ্যায় আজ উন্মোচিত করি

❑ রসুল (সাঃ) কে হত্যা করা হয়েছে দাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রঃ) এর

▪মুসনাদ আহমদ, খন্ডঃ৩,পৃঃ৫১৪,হাদীসঃ৩৬১৭।

লেখকঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبدالله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لأن أحلف بالله تسعاً إن رسول الله ﷺ قتل قتلا أحب إلى من أن أحلف واحدة، وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيداً

"আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু মু'আবিয়া, তিনি বলেছেন—আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আল-আ'মাশ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মুররা থেকে, তিনি আবু আল-আহওয়াস থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (ইবন মাসউদ) থেকে বর্ণনা করেন—

তিনি বলেন:

'আমি যদি নয়বার আল্লাহর নামে কসম করে বলি যে রাসূলুল্লাহ ﷺনিহত (শহীদ) হয়েছেন—এটা আমার কাছে অধিক প্রিয়, তার চেয়ে যে আমি একবার কসম করে বলি তিনি নিহত হননি। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকে নবী বানিয়েছেন এবং তাকে শহীদও করেছেন।'"

◆ফুটনোট: ৩৬১৭ হাদিসটির তাহকীকঃ

إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة. والحديث رواه الحاكم : ٥٨ عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ونقله ابن كثير في التاريخ : ٢٢٧ من رواية البيهقي عن الحاكم بإسناده.

"**এর সনদ সহীহ।** 'আবু আল-আহওয়াস' হলেন আওফ ইবন মালিক ইবন নাদলা।

এই হাদিসটি ইমাম হাকিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন (হাদিস নং ৫৮)—আবু আল-আব্বাস আল-আসম থেকে, তিনি আহমদ ইবন আব্দুল জব্বার থেকে, তিনি আবু মু'আবিয়া থেকে—এই একই সনদে।

তিনি বলেন: 'এই হাদিসটি সহীহ, এবং এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী, যদিও তারা তা বর্ণনা করেননি।'

এ ব্যাপারে ইমাম যাহাবীও তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

এবং ইবন কাসীর তার 'তারীখ' গ্রন্থে (২/২২৭) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—বাইহাকীর মাধ্যমে, হাকিমের সনদে।"

■মুসতাদ্রাক আল সহীয়ান, খন্ডঃ৩,পৃঃ৬০,হাদীসঃ৪৩৯৪।

লেখকঃ ইমাম হাকিম আল নিসাপুরী

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله رضي الله عنه قال : لأن أحلف تسعاً أن رسول الله ﷺ قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل وذلك أن الله عز وجل اتخذه نبياً واتخذه شهيداً .

"আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু আল-আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব, তিনি বলেন—আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন আব্দুল জাব্বার, তিনি বলেন—আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু মু'আবিয়া, তিনি আল-আ'মাশ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মুররা থেকে, তিনি আবু আল-আহওয়াস থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন—

তিনি বলেন:

'আমি যদি নয়বার কসম করে বলি যে রাসূলুল্লাহ ﷺনিহত (শহীদ) হয়েছেন—এটা আমার কাছে বেশি প্রিয়, তার চেয়ে যে আমি একবার কসম করে বলি তিনি নিহত হননি। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাকে নবী বানিয়েছেন এবং তাকে শহীদও করেছেন।'"

❑ রসুল (সাঃ) বারণ করা সত্ত্বেও জোর পূর্বক রসুল (সাঃ) এর মুখে ওষুধ ঢেলে দেওয়া হয়

■ সহীহ বুখারী হাদীসঃ ৪৪৫৮/৫৭১২/৬৮৮৬/৬৮৯৭।

عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِيْ قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

বর্ণনাকারী: **আয়িশাহ (রাঃ)**

আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীদের স্বাভাবিক বিরক্তিবোধ। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের ওষুধ সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব। তখন তিনি বললেন, 'আব্বাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। [৯৮] কেননা সে তোমাদের মাঝে

উপস্থিত নেই। এ হাদীস ইবনু আবূ যিনাদ ...... 'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে এবং তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। [৫৭১২, ৬৮৮৬, ৬৮৯৭; মুসলিম ৩৯/২৭, হাঃ ২২১৩, আহমাদ ২৪৩১৭] (আ.প্র. ৪১০১, ই.ফা. ৪১০৪)

🔷ফুটনোট:

[৯৮] প্রথমতঃ এখানে অতি সামান্য ব্যাপারেও কিসাসের বৈধতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্থ ও অসুস্থ সর্বাবস্থাতেই তার নির্দেশ পালনের অপরিহার্যতা সমভাবে প্রযোজ্য।

🔶হাদিসের লিংকঃ https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=28934

▪সুরাঃ হুজরত আয়াতঃ২।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَرۡفَعُوۡۤا اَصۡوَاتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِىِّ وَلَا تَجۡهَرُوۡا لَهٗ بِالۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُكُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ

হে মু’মিনগণ ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর নিজেদের কন্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সঙ্গে সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না, কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

▪সুরাঃ আহযাব আয়াতঃ৩৬।

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ وَّلَا مُؤۡمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗۤ اَمۡرًا اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهُمُ الۡخِيَرَةُ مِنۡ اَمۡرِهِمۡ ؕ وَمَنۡ يَّعۡصِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيۡنًا

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু’মিন পুরুষ কিংবা মু’মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হইবে।

🔶**বিশ্লেষণঃ** রাসুল (সাঃ) বার বার নিষেধ করার পড়েও তিনি (সাঃ) এর মুখে ঔষধ ঢালা হয়েছে সেটা কী আসলেই ঔষধই ছিল নাকি সাথে অন্য কিছু মিস্রত ছিল ? তিনি (সাঃ) তো

আর আমাদের মতো সামান্য মানুষ না যে তিনি (সাঃ) ঔষধ খেতে অনিহা করবেন ? তিনি মানব ইতিহাসের সর্বোত্তম পুরুষ যাকে মহামহিম আল্লাহ আমাদের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয় করেছেন ! নবী (সাঃ) কী ? জানতেন না তার প্রতিটি কথা এবং কাজ তার উম্মত এর জন্য অনুসরণীয় তিনি (সাঃ) যদি অসুস্থ অবস্থায় যদি ঔষধ সেবন না করেন তাহলে তার উম্মতের জন্য ঔষধ সেবন করা হারাম হয়ে যাবে ? নবী (সাঃ) ঔষধ সেবন এ অনিহা প্রকাশ এবং এই কথা বলা যারা আমার মুখে জোর করে ঔষধ দিয়েছিলে তারা সকলেই এখন সেই ঔষধ সেবন করো ? এর মাধ্যমে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে নবী (সাঃ) কে জোর করে যে ঔষধ সেবন করানো হয়েছে সেটা শুধু ঔষধ ছিলো না বরং ঔষধের সাথে প্রাণনাশক বিষ মিস্তিত ছিলো আমি মনে করি

❑ রসুল (সাঃ) কি খায়বারে বিষপানের কারণে ইন্তেকাল করেন সত্য কতটুকু ?

খায়বার যুদ্ধ হয় ৭তম হিজরি সনে নবী (সাঃ)শাহাদাৎ বরন করেন ১১ তম হিজরি সনে ? ইহুদি মহিলা কী বর্তমান সময়ের টাইম বোম-এর ন্যায় বিষ এর মধ্যে টাইম দিয়ে রেখেছিলো নাকি ? ৪ বছর আগে বিষ খায়ানো হয়েছে ৪ বছর পড় নবী (সাঃ) সেই বিষের যন্ত্রণা অনুভব করেছে হাস্যকর বিষয় ?

■ সহীহ বুখারী হাদিসঃ৪৪২৮।

وَقَالَ يُوْنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِيْ أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِيْ مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ.

ইউনুস (রহ.) ... যুহরী ও ‘উরওয়াহ (রহ.) সূত্রে বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তিকাল করেন সে সময় তিনি বলতেন, হে ‘আয়িশাহ! আমি খাইবারে (বিষযুক্ত) যে খাবার খেয়েছিলাম আমি সর্বদা তার যন্ত্রণা অনুভব করছি। আর এখন মনে হচ্ছে সে বিষক্রিয়ার ফলে আমার শিরাগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে। (আধুনিক প্রকাশনীঃ অনুচ্ছেদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ অনুচ্ছেদ)

◆হাদিসের লিংকঃ

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=28904

🔶ইহুদি মহিলা জয়নাব গোস্তের মধ্যে বিষ মিস্তিরি করেছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই গোস্তো আহার করেনি যে ব্যক্তি আহার করেছিলেন সেই ততক্ষণাৎ শাহাদাত বরন করেছেন হযরত বারা ইবনে মা'রুর রাঃ

তিনি (সাঃ) গোস্তো চিবিয়ে তা ফেলে দিয়েছেন

▪সহীহ বুখারী হাদীসঃ ৩১৬৯/৪২৪৯/৫৭৭৭।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اجْمَعُوا إِلَىَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ ". فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ " إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ ". فَقَالُوا نَعَمْ. قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَبُوكُمْ ". قَالُوا فُلاَنٌ. فَقَالَ " كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ ". قَالُوا صَدَقْتَ. قَالَ " فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَىْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ " فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا. فَقَالَ لَهُمْ " مَنْ أَهْلُ النَّارِ ". قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللَّهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ـ ثُمَّ قَالَ ـ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَىْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ". فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ " هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا ". قَالُوا نَعَمْ. قَالَ " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ". قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ.

বর্ণনাকারী: আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)

তিনি বলেন, যখন খায়বার বিজিত হয়, তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একটি (ভুনা) বকরী হাদিয়া দেয়া হয়; যাতে বিষ ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ দিলেন যে, এখানে যত ইয়াহূদী আছে, সকলকে একত্র কর। তাদের সকলকে তাঁর সামনে একত্র করা হল। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা কি আমাকে তার সত্য উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, সত্য উত্তর দিব।' নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পিতা কে?' তারা বলল, 'অমুক'। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক।' তারা বলল, 'আপনিই ঠিক বলেছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, দিব, হে আবুল কাসিম! আর যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন আমাদের পিতা সম্পর্কে আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলেছেন।' তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কারা জাহান্নামবাসী?' তারা বলল, 'আমরা তথায় অল্প কিছুদিন অবস্থান করব, অতঃপর আপনারা আমাদের পেছনে সেখানে থেকে যাবেন।' নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'দূর হও, তোমরাই সেখানে থাকবে। আল্লাহর কসম! আমরা কখনো তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।' অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম!' আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি এ বকরীটিতে বিষ মিশিয়েছ? তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল?' তারা বলল, 'আমরা চেয়েছি আপনি যদি মিথ্যাচারী হন, তবে আমরা আপনার নিকট হতে স্বস্তি লাভ করব। আর আপনি যদি নবী হন তবে তা আপনার কোন ক্ষতি করবে না।'

▪আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ডঃ৬,পৃঃ৩৩১।

লেখকঃ ইবনে কাসির (৭০১-৭৭৪হি:)

منها مُضْغَةً فلم يُسعها ، ومعه بِشْرُ بنُ البَرَاءِ بنِ مغرور، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ﷺ ؛ فأمّا بشر فأساغها ، وأما رسول الله ﷺ فلفظها ، ثم قال : « إنَّ هذا العَظْمَ يُخْبِرُني أنه مسموم) . ثُمَّ دعا بها ، فاعترفت ، فقال : ما حملك على ذلك ؟ قالت : بلَغْتَ مِن قومي ما لم يخف عليك .

فقلت : إن كان كذَّابًا اسْتَرَحْتُ منه ، وإن كان نبيًّا فَسَيُخْبَرُ . قال : فتجاوز عنها رسول الله ﷺ ، ومات بشر من أكلته التي أكل .

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তারপর (খাবার থেকে) একটি মাংসের টুকরো ((مضغة উঠিয়ে আনা হলো, কিন্তু তা তাকে (তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী) উপকার দেয়নি। তার সাথে ছিলেন বশীর ইবনুল বারাআ ইবনে মা'রুর, তিনি সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করেন, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺগ্রহণ করেছিলেন। তবে বশীর তা গিলে ফেলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺতা মুখ থেকে বের করে ফেলেন এবং বলেন:

"নিশ্চয়ই এই হাড় আমাকে জানিয়েছে যে এতে বিষ রয়েছে।"

এরপর তিনি (রাসূল (ﷺসেই মহিলাকে ডেকে পাঠালেন, এবং সে স্বীকার করল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমাকে এ কাজ করতে কী প্ররোচিত করেছিল?"

সে বলল: "আপনি আমার জাতির সাথে এমন আচরণ করেছেন যা আপনার অজানা ছিল না। আমি মনে করেছিলাম—যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তবে আমি আপনার থেকে মুক্তি পাব, আর যদি আপনি নবী হন তবে আপনাকে জানানো হবে (আল্লাহ আপনাকে জানাবেন)।"

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺতাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর বশীর (রাঃ) সেই খাবার খাওয়ার কারণে পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন।

🔷আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ডঃ৬,পৃঃ৩৩১।

PDF লিংকঃ

Source: طريق الإسلامhttps://share.google/fZG5eXy9u9p3viPSY

▪সহীহ তারিখুল তাবারী, খন্ডঃ২,পৃঃ২৪৬।

লেখকঃ আল তাবারী

لها الذراع؛ فأكثرت فيها السم ، قسمت سائر الشاة ، ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يدي رسول الله ﷺ تناول الذراع، فأخذها فلاك منها مضغة فلم يسعها؛ ومعه بشر بن البراء بن معرور ؛ وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله ، فأما بشر فأساغها؛ وأما رسول الله فلفظها ، ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم ؛ ثم دعا بها فاعترفت ، فقال : ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك ، فقلت : إن كان نبيا فسيخبر؛ وإن كان ملكاً استرحت منه؛ فتجاوز عنها النبي . ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل).

সে (মহিলা) ছাগলের সামনের পায়ের অংশে বিষ মিশিয়ে দেয়, এরপর বাকি ছাগলটি কেটে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রস্তুত করে। তারপর তা নিয়ে আসে। যখন সে তা রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সামনে রাখল, তিনি ((ﷺসামনের পা গ্রহণ করলেন এবং তা থেকে একটি টুকরো মুখে নিয়ে চিবোলেন, কিন্তু তা গিলতে পারলেন না (মুখে রাখতে পারলেন না)। তার সাথে ছিলেন বশীর ইবনুল বারাআ ইবনে মা'রুর, তিনি (বশীর)ও একইভাবে সেই অংশ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু বশীর তা গিলে ফেলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺতা মুখ থেকে বের করে ফেলেন এবং বলেন:

"নিশ্চয়ই এই হাড় আমাকে জানাচ্ছে যে এতে বিষ রয়েছে।"

এরপর তিনি ((ﷺসেই মহিলাকে ডেকে পাঠালেন, এবং সে স্বীকার করল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

"তোমাকে এই কাজ করতে কী প্ররোচিত করল?"

সে বলল:

"আপনি আমার জাতির সাথে এমন আচরণ করেছেন যা আপনার অজানা নয়। আমি মনে করলাম—যদি তিনি নবী হন, তবে তাকে জানানো হবে (আল্লাহ তাঁকে জানাবেন), আর যদি তিনি একজন সাধারণ শাসক হন, তবে আমি তার থেকে মুক্তি পাব।"

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর নবী ﷺতাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর বশীর ইবনুল বারাআ (রাঃ) তিনি যে খাবার খেয়েছিলেন তার বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

🔷সহীহ তারিখুল তাবারী, খন্ডঃ২,পৃঃ২৪৬।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/u79F9BpF1V2O4hzuv

▪আল-কাশফ ওয়াল- বয়ান 'আন তাফসীরিল কুরআন,খন্ডঃ২৪,পৃঃ২৭১।

লেখকঃইমাম আল-সা'লাবি (রহ.)[মৃত্যু: ৪২৭ হিজরি]

فلما أطمأن رسول الله ﷺ أهدت له زينب بنت الحارث (٢) أمرأة سلام بن مشكم شاة مصلية (٣)، وقد سألت، أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله ؟ فقيل لها : الذراع، فأكثرت فيها السم وسمت سائر الشاة، ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يدي رسول الله ، تناول الذراع، فأخذها ، فلاك (٤) منها مضغة (٥) ، فلم يسغها (٦)، ومعه بشر بن البراء بن معرور ، وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله ، فأما بشر الله فأساغها، وأما رسول الله ﷺ فلفظها، ثم قال : " إن هذا العظم (ليخبرني أنه مسموم ، ثم

"যখন রাসূলুল্লাহ ﷺকিছুটা স্বস্তি পেলেন, তখন সালাম ইবন মিশকমের স্ত্রী জয়নাব বিনতুল হারিস তাঁর জন্য একটি ভুনা করা বকরির গোশত উপহার পাঠালেন। সে আগে জিজ্ঞাসা করেছিল—বকরির কোন অংশটি রাসূলুল্লাহ ﷺসবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? তাকে বলা হলো: 'বাহু (কাঁধ/হাতের অংশ)।' তখন সে সেই অংশে বেশি করে বিষ মিশিয়ে পুরো বকরিতেই বিষ প্রয়োগ করল, তারপর সেটি নিয়ে এলো।

যখন সে তা রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সামনে রাখল, তিনি বাহুর অংশটি নিলেন এবং তা মুখে নিয়ে চিবালেন, কিন্তু গিলে ফেলতে পারলেন না। তাঁর সাথে ছিলেন বিশর ইবনুল বারাআ ইবন মা'রুর, যিনি একইভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিশর তা গিলে ফেললেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺতা মুখ থেকে ফেলে দিলেন।

তারপর তিনি বললেন: 'নিশ্চয়ই এই হাড়টি আমাকে জানাচ্ছে যে এতে বিষ মিশানো হয়েছে।'"

🔷আল-কাশফ ওয়াল- বয়ান 'আন তাফসীরিল কুরআন,খন্ডঃ২৪,পৃঃ২৭১।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/CGsYdxGLYsxiRL5ml

▪নাযমুদ-দুর ফী তানাসুবিল আয়াতি ওয়াস-সুর,খন্ডঃ৬,পৃঃ২৩৫।

লেখকঃইমাম মুফাসসির বুরহানুদ্দিন আবুল হাসান ইবরাহিম ইবন উমর আল-বিকাঈ ((البقاعي)

(মৃত্যু: ৮৮৫ হিজরি / ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ)

بالقرن و الشفرة ، و هو مولى لبنى بياضمن الأنصار . قال الدارمي : و هو من بني ثمامة - [و هم - ٢] حى من الأنصار ، قال المنذري : و هذا منقطع ، الزهرى لم يسمع من جابر بن عبد الله ، و في غزوة خيبر من تهذيب السيرة لابن هشام : فلما اطمأن " رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية و قده سألت : أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقيل لها : الذراع، فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة ، ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يدى رسول الله صلى الله عليه و سلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ، و معه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما بشر فأساغها ، و أما ١٠ رسول الله صلى الله

عليه و سلم فلفظها ، ثم قال : إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم ، ثم دعاها فاعترفت ، فقال : ما حملك على ذلك ؟ قالت : بلغت من قومى ما لم يخف عليك ، فقلت : إن كان ملكا استرحت منه ، و إن كان نبيا فسيخبر ، فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و مات بشر من أكلته التي أكل، وذكر موسى بن عقبة أن بشرا رضى الله عنه ١٥ لم يسغ " لقمته حتى أساغ النبي صلى الله عليه و سلم لقمته و قال بعد

"...তিনি **আনসারদের বনূ বায়াদা গোত্রের একজন মুক্তদাস ছিলেন। দারিমি বলেন: তিনি বনূ ছামামাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত—যারা আনসারদের একটি শাখা। মুনযিরি বলেন: এটি 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ), কারণ যুহরি জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে শোনেননি।**

ইবন হিশামের 'তাহযীবুস সিরাহ'-তে খাইবারের যুদ্ধ প্রসঙ্গে এসেছে: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺকিছুটা স্বস্তি পেলেন, তখন জয়নাব বিনতুল হারিস, সালাম ইবন মিশকমের স্ত্রী, তাঁর জন্য একটি ভুনা বকরির গোশত উপহার পাঠালেন। সে আগে জিজ্ঞেস করেছিল—বকরির কোন অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? তাকে বলা হলো: 'বাহু।' তখন সে সেই অংশে বেশি করে বিষ মিশাল, তারপর পুরো বকরিতেই বিষ ছড়িয়ে দিল।

এরপর সে তা নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সামনে রাখল। তিনি বাহুর অংশটি নিলেন এবং তা মুখে নিয়ে চিবালেন, কিন্তু গিলতে পারলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশর ইবনুল বারাআ ইবন মা'রুর, যিনি একইভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিশর তা গিলে ফেললেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মুখ থেকে ফেলে দিলেন।

তখন তিনি বললেন: 'নিশ্চয়ই এই হাড় আমাকে জানাচ্ছে যে এতে বিষ মিশানো হয়েছে।' এরপর তিনি সেই নারীকে ডেকে আনলেন, সে স্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ ﷺতাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমাকে এ কাজ করতে কী প্ররোচিত করল?' সে বলল: 'আপনি আমার কওমের উপর যা করেছেন তা আপনার অজানা নয়। আমি ভাবলাম, যদি আপনি বাদশাহ হন তবে আমি আপনার থেকে মুক্তি পাব, আর যদি আপনি নবী হন তবে আপনাকে জানানো হবে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু বিশর যে অংশ খেয়েছিলেন তার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূসা ইবন উকবা উল্লেখ করেছেন যে, বিশর রা. তাঁর লুকমা গিলতে পারেননি যতক্ষণ না নবী ﷺ তাঁর লুকমা গিলেছিলেন।"

🔷নাযমুদ-দুর ফী তানাসুবিল আয়াতি ওয়াস-সুর,খন্ডঃ৬,পৃঃ২৩৫।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/GP1nULcc6gc1UutIq

▪আল্লু'লু' আল-মাকনূন ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মা'মূন,খন্ডঃ৩,পৃঃ৪৫৬।

লেখকঃ মূসা ইবন রাশিদ আল-আযমি

، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَنَاوَلَ مِنْهَا الذِّرَاعَ فَلَاكَ مِنْهَا مُضْغَةً ، فَلَمْ يُسِغْهَا ، وَبَسَطَ أَصْحَابُهُ أَيْدِيَهُمْ ، فِيهِمْ: بِشْرُ بنُ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَأَخَذَ مِنْهَا كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَمَّا بِشَرٌ فَأَسَاغَهَا ، وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَفَظَهَا ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ هَذَا العَظْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ (٢) مَسْمُومٌ (٢).

"তিনি (জয়নাব) যখন সেটি রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সামনে রাখলেন, তখন তিনি তার মধ্য থেকে বাহুর অংশটি গ্রহণ করলেন এবং তা মুখে নিয়ে চিবালেন, কিন্তু তিনি তা গিলতে পারলেন না। তাঁর সাহাবিগণও হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন বিশর ইবনুল বারাআ ইবন মা'রুর রা.। তিনি (বিশর) রাসূলুল্লাহ -ﷺএর মতোই তা গ্রহণ করলেন।

কিন্তু বিশর তা গিলে ফেললেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺতা মুখ থেকে বের করে ফেললেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন: 'নিশ্চয়ই এই হাড়টি আমাকে জানাচ্ছে যে এতে বিষ মিশানো হয়েছে।'"

🔷আল্লু'লু' আল-মাকনূন ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মা'মূন,খন্ডঃ৩,পৃঃ৪৫৬।

PDF লিংকঃ

https://shamela.ws/book/38114/1755

▪️আল-আঘসান আন-নাদিয়্যাহ

শারহুল খুলাসাহ আল-বাহিয়্যাহ

বিতারতীব আহাদীসিস সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ,পৃঃ৩৮৪।

লেখকঃআবু আসমা মুহাম্মাদ ইবনে তাহা, (সালাফী)

١٠ - وفي هذه السنة: أهدت يهودية شاة مصلية مسمومة إلى رسول الله ﷺ فأخذ لقمة فأخبرته الشاة بأنها مسمومة.

الشرح:

قامت زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم اليهودية بإهداء شاة مصلية مسمومة إلى النبي ﷺ وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله ؟ فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من الشم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله ، تناول الذراع، فلاك منها مضغة، فلم يسعها، ومعه بشر بن البراء بن معرور، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ﷺ فأما بشر فأساغها"، وأما رسول الله ﷺ فلفظها، ثم قال: «إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ

১০- **এই বছরে (খায়বারের সময়) এক ইহুদী নারী বিষ মেশানো ভুনা ভেড়া রাসূল –ﷺএর কাছে উপহার পাঠায়। তিনি এক লোকমা গ্রহণ করেন, তখন ভেড়াটি তাঁকে জানায় যে এতে বিষ মিশানো হয়েছে।**

ব্যাখ্যা অংশ:

যাইনাব বিনতে হারিস–যিনি সাল্লাম ইবন মিশকাম নামক এক ইহুদীর স্ত্রী ছিলেন–তিনি নবী –ﷺ এর কাছে একটি বিষ মেশানো ভুনা ভেড়া উপহার হিসেবে পাঠান।

তিনি আগে জানতে চান, রাসূল ﷺকোন অংশ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তাকে বলা হয়– ভেড়ার হাত (আগের পা/শোল্ডার অংশ)।

তাই তিনি সেই অংশে বেশি করে বিষ মেশান, এরপর পুরো ভেড়াটিই বিষাক্ত করেন এবং তা নিয়ে আসেন।

যখন সেটি রাসূল –ﷺএর সামনে রাখা হয়, তিনি হাতের অংশ থেকে এক লোকমা নেন এবং চিবান, কিন্তু তা গিলে ফেলতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশর ইবনুল বারা ইবনু মা'রুর– তিনি–ও একইভাবে খেয়েছিলেন।

বিশর তা গিলে ফেলেন

আর রাসূল ﷺতা মুখ থেকে ফেলে দেন

তারপর রাসূল ﷺবললেন:

"এই হাড়টি আমাকে জানাচ্ছে যে এতে বিষ মেশানো হয়েছে।"

এরপর রাসূল ﷺবলেন:

"যারা এখানে উপস্থিত আছে, তাদের সবাইকে আমার কাছে একত্র করো..."

◆আল–আঘসান আন–নাদিয়্যাহ

শারহুল খুলাসাহ আল–বাহিয়্যাহ

বিতারতীব আহাদীসিস সীরাহ আন–নাবাবিয়্যাহ,পৃঃ৩৮৪।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/xkLZC5rTW5rMHlmdT

▪আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ডঃ৪,পৃঃ৪৩৫।

লেখকঃ ইবনে কাসির (৭০১–৭৭৪)

وقال محمد بن إسحاق (٢) : فلما اطمأن رسول الله ﷺ أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية ، وقد سألت : أي عضو أحبُّ إلى رسول الله ﷺ ؟ فقيل لها : الذراع . فأكثرت فيها من الشم ، ثم سمت سائر الشاة ، ثم جاءت بها ،

فلما وضعتها بين يديه ، تناول الذراع ، فلاك منها مضغة فلم يسغها ، ومعه بشر بن البراء بن معرور ، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ﷺ ؛ فأما بشر فأساغها ، وأما رسول الله ﷺ فلفظها ثم قال : " [إن] هذا العظم يخبرني أنه مسموم » . ثم دعا بها ، فاعترفت ، فقال : (ما حملك على ذلك ؟ ، قالت : بلغت من قومي ما لم يخف عليك . فقلت : إن كان كذاباً استرحت منه ، وإن كان نبياً فسيخبر . قال : فتجاوز عنها رسول الله ﷺ ، ومات بشر من أكلته التي أكل

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন:

যখন রাসূল) ﷺখায়বারে) অবস্থান স্থির করলেন, তখন যাইনাব বিনতে হারিস–যিনি সালাম ইবন মিশকামের স্ত্রী–একটি ভুনা ভেড়া তাঁকে উপহার দেন।

তিনি আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন:

"রাসূল ﷺকোন অংশটি সবচেয়ে পছন্দ করেন?"

তাকে বলা হয়: "হাতের অংশ (শোল্ডার/আগের পা)।"

তাই তিনি সেই অংশে বেশি করে বিষ মিশান, এরপর পুরো ভেড়াটিতেই বিষ প্রয়োগ করেন। তারপর সেটি নিয়ে এসে রাসূল –ﷺএর সামনে রাখেন।

রাসূল ﷺসেই হাতের অংশ থেকে একটি লোকমা নেন এবং তা চিবান, কিন্তু গিলে ফেলতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশর ইবনুল বারা ইবনু মা'রুর–তিনি-ও একইভাবে নিয়েছিলেন।

বিশর তা গিলে ফেলেন

আর রাসূল ﷺতা মুখ থেকে ফেলে দেন

এরপর তিনি বললেন:

"এই হাড়টি আমাকে জানাচ্ছে যে এতে বিষ রয়েছে।"

তারপর তিনি সেই নারীকে ডেকে আনেন। সে স্বীকার করে। তিনি জিজ্ঞেস করেন:

"তোমাকে এ কাজ করতে কী প্ররোচিত করেছে?"

সে বলল:

"আপনি আমার কওমের সঙ্গে যা করেছেন, তা আপনার অজানা নয়। তাই আমি মনে মনে বললাম—

যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন, তাহলে আমরা তার থেকে মুক্তি পাবো; আর যদি তিনি নবী হন, তাহলে তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।"

বর্ণনাকারী বলেন:

রাসূল ﷺতাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বিশর সেই লোকমা খাওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

🔷আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ডঃ৪,পৃঃ৪৩৫।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/kDiASlCSNzhsFoB95

▪আল-মাওসু'আহ আল-কুরআনিয়্যাহ,খন্ডঃ১,পৃঃ২৩০।

লেখকঃ ইব্রাহিম আল-আবিয়ারি

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم ، شاة مصلية (1) ، وقد سألت : أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقيل لها : القراع ، فأكثرت فيها السم ثم سمت سائر الشاة ، ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تناول الدراع ، فلاك منها مضغة ، فلم يسفها ، ومعه بشر بن البراء ابن معرور ، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما بشر فأساغها ، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ، ثم قال : إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم ، ثم دعا بها ، فاعترفت ، فقال : ما حملك على ذلك ؟ قالت: بانت من قوى مالم يخف : يخف عليك ، فقلت قلت : إن كان ملكاً استرحت منه ، كان نبياً فيخبر ، فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومات بشر من أكلته التي أكل .

যখন রাসূল) ﷺখায়বারে) স্থিরভাবে অবস্থান করলেন, তখন যাইনাব বিনতে হারিস–যিনি সালাম ইবন মিশকামের স্ত্রী–তাঁর কাছে একটি ভুনা ভেড়া উপহার দিলেন।

তিনি আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন:

“ভেড়ার কোন অংশটি রাসূল –ﷺএর কাছে সবচেয়ে প্রিয়?”

তাকে বলা হয়: “হাতের অংশ (আগের পা/শোল্ডার)।”

তাই তিনি সেই অংশে বেশি করে বিষ মেশালেন, তারপর পুরো ভেড়াটিতেই বিষ প্রয়োগ করলেন। এরপর সেটি নিয়ে এসে রাসূল –ﷺএর সামনে রাখলেন।

রাসূল ﷺসেই হাতের অংশ থেকে একটি লোকমা নিলেন এবং চিবালেন, কিন্তু তা গিলে ফেলতে পারলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশর ইবনুল বারা ইবনু মা'রূর–তিনি-ও রাসূল –ﷺএর মতো সেখান থেকে নিয়েছিলেন।

বিশর তা গিলে ফেললেন

আর রাসূল ﷺতা মুখ থেকে ফেলে দিলেন

এরপর তিনি বললেন:

“এই হাড়টি আমাকে জানাচ্ছে যে এতে বিষ রয়েছে।”

তারপর তিনি সেই নারীকে ডেকে আনলেন। সে স্বীকার করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

“তোমাকে এ কাজ করতে কী প্ররোচিত করেছে?”

সে বলল:

“আপনি আমার কওমের সঙ্গে যা করেছেন, তা আপনার অজানা নয়। তাই আমি মনে মনে বললাম—

যদি তিনি রাজা/শাসক (বা মিথ্যাবাদী) হন, তাহলে আমরা তার থেকে মুক্তি পাবো; আর যদি তিনি নবী হন, তাহলে তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ আল্লাহ তাকে জানিয়ে দেবেন)।”

বর্ণনাকারী বলেন:

রাসূল ﷺতাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বিশর ঐ লোকমা খাওয়ার কারণেই মৃত্যুবরণ করেন।

🔷আল-মাওসু‘আহ আল-কুরআনিয়্যাহ,খন্ডঃ১,পৃঃ২৩০।

PDF লিংকঃ

Source: Archive https://share.google/pLK1mXZHxJD9mzasr

▪আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়্যাহ,খন্ডঃ৩,পৃঃ৩৯৯।

লেখকঃ ইমাম আবু আল-ফিদা ইসমাঈল ইবন কাসির

وقال محمد بن إسحاق : فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع . فأكثرت فيها من السم ، ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ، ومعه بشر بن البراء بن معرور ، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما بشر فأساغها ، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال : « إن هذا العظ يخبرني أنه مسموم

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺনিরাপদে অবস্থান করছিলেন, তখন সালাম ইবন মিশকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস তাঁর কাছে ভাজা একটি ছাগল উপহার দিল। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন–রাসূলুল্লাহ ﷺকোন অঙ্গটি বেশি পছন্দ করেন। তাকে বলা হলো–পা (পায়ের অংশ)। তখন তিনি ওই অংশে বেশি করে বিষ মিশিয়ে দিলেন এবং পুরো ছাগলেই বিষ লাগালেন।

এরপর তিনি তা নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সামনে রাখলেন। রাসূল ﷺপায়ের অংশ থেকে এক টুকরা নিয়ে চিবালেন, কিন্তু তা গিলে ফেললেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশর ইবন বারা ইবন মা’রুর (রাঃ)। তিনিও রাসূল -ﷺএর মতোই তা থেকে খেলেন। বিশর (রাঃ) তা গিলে ফেললেন, কিন্তু রাসূল ﷺতা ফেলে দিলেন। এরপর তিনি বললেন:

“এই হাড়টি আমাকে জানাচ্ছে যে এতে বিষ মেশানো হয়েছে।”

🔷আস-সীরাহ আন-নাবাওয়িয়্যাহ,খন্ডঃ৩,পৃঃ৩৯৯।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/PEKUWte9joT5EAqLT

■ সুরাঃ আল ইমরান আয়াতঃ ১৪৪।

আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে?

🔷**তথ্যসূত্রঃ**

Sahih Al Bukhari

http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=28716

http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=30364

http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=27508

Musnad Ahmed

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

https://ar.islamway.net/book/23521/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF

Mustadrak Al Hakim

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

https://arabicpdfs.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AC-3-29%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-31%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81/

❑ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর কেন দাফন কাফনে আবু বকর এবং উমর ইবনে খাত্তাব উপস্থিত ছিলেন না ।

▪আম্মাজান আয়শা কোদালের শব্দ পেয়ে বুঝতে পারে রসুল (সাঃ) দাফন হয়েছে

....

▪আল মুসানাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড:২,খন্ডঃ৫২০,হাদিসঃ৬৫৫১।

লেখকঃ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আল সানানি

عن عائشة قالت : ما شعرنا بدفن النبي ﷺ حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل

হযরত আয়েশা সাহেবা বলেন আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দাফন করা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত রাতের শেষ প্রান্তে আমাদের কানে (বেলচা কোদাল) মাটিতে আঘাত এর শব্দ এসেছে

🔷আল মুসানাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড:২,খন্ডঃ৫২০,হাদিসঃ৬৫৫১।

PDF লিংকঃ

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-pdf

▪সিলসিলাতুল ফাওয়ায়িদ,খন্ডঃ৫,পৃঃ৫০৩।

লেখকঃআবু উওয়াইস আশরাফ ইবন নাসর ইবন সাবির আল-কুরদি (আহালে হাদিস)

قال عبد الرزاق في « مصنفه » رقم «المصنف» رقم (٦٦٥٥) عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا شَعَرْنَا بِدَفْنِ النَّبِيِّ ، حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ المَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

الخلاصة : رجاله ثقات وهذا الإسناد الأقرب لأن ابن جريج مكي وقد توبع ولم يختلف عليه فهو أولى من ابن إسحاق لأنه اختلف عليه. انتهى شيخنا إلى ذلك مع الباحث عبد التواب العشري بتاريخ الأحد ١٢ صفر ١٤٤٣ موافق ١٩/٩/٢٠٢١م.

আবদুর রাযযাক তার মুসান্নাফ গ্রন্থে (হাদিস নং ৬৬৫৫) উল্লেখ করেছেন—

আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন, ইবন জুরাইজ ও অন্যান্যরা থেকে, তারা আবদুল্লাহ ইবন আবি বকর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি 'আমরাহ থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"আমরা নবী -ﷺএর দাফনের বিষয়টি টের পাইনি, যতক্ষণ না আমরা রাতের শেষ ভাগে কবর খোঁড়ার (কোদালের) শব্দ শুনতে পাই।"

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য (:(الخلاصة

এর বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। এই সনদটি অধিক শক্তিশালী, কারণ ইবন জুরাইজ মক্কাবাসী এবং তার বর্ণনা অন্যদের দ্বারা সমর্থিত (মুতাবা'আত প্রাপ্ত) হয়েছে, তাই এটি ইবন ইসহাকের বর্ণনার চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য; কারণ ইবন ইসহাকের বর্ণনায় মতভেদ রয়েছে।

এ বিষয়ে আমার শায়খ ও গবেষক আবদুল তাওয়াব আল-আশরি-এর সাথে ১২ সফর ১৪৪৩ হিজরি, রোববার (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে।

🔷সিলসিলাতুল ফাওয়ায়িদ,খন্ডঃ৫,পৃঃ৫০৩।

PDF লিংকঃ

https://shamela.ws/book/1146/2372

▪আল-আওসাত ফি সুনান ওয়াল-ইজমা ওয়াল-ইখতিলাফ,খন্ডঃ৫,পৃঃ৫০৮-৫০৯,হাদীসঃ৩১৮৩-৩১৮৪।

লেখকঃইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আল-মুনযির আন-নিশাপুরী (আহালুল হাদিস)

(মৃত্যু: ৩১৮ হিজরি)

حدثنا موسى، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا [عبدة (٣) بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت : ما علمنا بدفن رسول الله ﷺ حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء (١).

মূসা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে আবু বকর ইবন আবি শাইবা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে আবদা ইবন সুলাইমান বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক থেকে, তিনি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি 'আমরা থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"আমরা রাসূলুল্লাহ -ﷺএর দাফন সম্পর্কে জানতে পারিনি, যতক্ষণ না আমরা বুধবার রাতের শেষ ভাগে কবর খোঁড়ার কাস্তে (কোদাল/কুঠারের) শব্দ শুনতে পাই।"

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق عن ابن جريج وغيره، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة عن عائشة قالت : ما شعرنا بدفن رسول الله ﷺ حتى سمعنا صوت] (٢) المساحي من آخر [الليل] (٣) (٤) .

ইসহাক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুর রাযযাক থেকে, তিনি ইবন জুরাইজ এবং অন্যান্যদের থেকে, তারা আবদুল্লাহ ইবন আবি বকর থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি 'আমরা থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"আমরা রাসূলুল্লাহ -ﷺএর দাফন সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারিনি, যতক্ষণ না আমরা রাতের শেষ প্রহরে কবর খোঁড়ার কোদালের (খোঁড়ার যন্ত্রের) শব্দ শুনতে পাই।"

🔷আল-আওসাত ফি সুনান ওয়াল-ইজমা ওয়াল-ইখতিলাফ,খন্ডঃ৫,পৃঃ৫০৮-৫০৯,হাদীসঃ৩১৮৩-৩১৮৪।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/RPHW1k4Npgds44KxM

▪মুসনাদ মুসান্নাফ আল-মু'আলাক,খন্ডঃ৩৭,পৃঃ৩৯৯,হাদীসঃ১৭৯৮২।

(তাহকীকৃত গ্রন্থ)

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ ، حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ المَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ».

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالمَسَاحِي : المَرُورُ (١)

আমরা 'আমরা বিনতু আবদুর রহমান থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"আমরা রাসূলুল্লাহ -ﷺএর দাফন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি, যতক্ষণ না বুধবার রাতের শেষ প্রহরে কবর খোঁড়ার কোদালের শব্দ শুনতে পাই।"

মুহাম্মাদ বলেন: "আল-মাসাহি ((المساحيবলতে বোঝায় খোঁড়ার যন্ত্র বা কোদাল (মাটি খননের সরঞ্জাম)।"

🔷মুসনাদ মুসান্নাফ আল-মু'আলাক,খন্ডঃ৩৭,পৃঃ৩৯৯,হাদীসঃ১৭৯৮২।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/z96SnbXG0tGoVvIZp

▪মুসনাদ আহমদ,খন্ডঃ৪০,পৃঃ৩৯০-৩৯১,হাদীসঃ২৪৩৩৩।

লেখকঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

حدثنا عَبْدَةُ بن سليمان، قال حدثنا محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت محمد، عن عمرة

عن عائشة قالت ما عَلِمْنَا بِدَفْنِ رسول الله ﷺ حتى سَمِعْنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال محمد : والمساحي المرور (٢).

বর্ণনা করেন আবদাহ ইবন সুলায়মান, তিনি বলেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, তিনি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ থেকে, তিনি আমরা বিনতে আবদুর রহমান থেকে, তিনি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

আয়িশা (রাঃ) বলেন:

"আমরা রাসূলুল্লাহ -ﷺএর দাফন সম্পর্কে জানতে পারিনি, যতক্ষণ না বুধবার রাতের শেষভাগে কোদালের শব্দ শুনতে পাই।"

বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বলেন:

"'আল-মাসাহি' ((المساحيবলতে বোঝায় কোদাল বা মাটি খোঁড়ার যন্ত্র।"

🔷মুসনাদ আহমদ,খন্ডঃ৪০,পৃঃ৩৯০-৩৯১,হাদীসঃ২৪৩৩৩।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/VQvObB0RGhpTUGXkg

◆**বিশ্লেষনঃ** অবুঝ মন জানতে চায় যে সুন্নি আকিধা মোতাবেক হযরত আয়েশা নবী (সাঃ) প্রিয়'তম স্ত্রী ছিলেন তো এতো প্রিয়'তম স্ত্রী কোন কাজে মসগুল (বেস্ত) ছিলেন যে তার স্বামী হযরত নবী করিম (সাঃ) কে দাফন করা হচ্ছে অথচ প্রিয়'তম স্ত্রী জানেন না যে তার স্বামী কে দাফন করা হচ্ছে সে (বেলচা-কোদাল) আওয়াজ শুনে বুঝতে পারেন যে তার স্বামী কে দাফন করা হচ্ছে

আয়েশা, আবু বকর, হাফসা,ও উমর এরা বাপ-বেটি মিলে

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বিষ প্রয়োগ করে শহীদ করেনি তো আবার, কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেন আমি নয়বার আল্লাহর কসম করে বলতে পারি নবী (সাঃ) কে হত্যা করা হয়েছে । আয়েশা বলেন নবী (সাঃ) আমাকে ঔষধ খাওয়াতে নিষেধ করছেন কিন্তু আমি জোর করে নবী (সাঃ) মুখে ঔষধ ডেলে দেই ।

আবু বকর এবং উমর নবী (সাঃ)-এর দাফন কাফনে অংশ গ্রহণ না করে খেলাফত দখল করার জন্য সাকিফা বনি সাঈদা তে চলে যায় এবং নবী (সাঃ) কে দাফন করার তিন দিন পর সেখানে থেকে ফিরে আসে.

▪সহীহ বুখারী,হাদীসঃ৬৮৩০।

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=31643

❑ নবী (সাঃ) জানাজা দাফন কাফনের চেয়ে কি আবু বকর এবং উমর এর খেলাফত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এই জন্যই কি তারা সাকিফা চলে যায়

....

■ সহীহ বুখারী হাদিস:১৩৮৭।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا

قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ قَالَتْ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ. قَالَ فَأَىُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন আমি আবু বকর লাঃ-এর নিকট উপস্থিত হলে আবু বক্কর জিজ্ঞেস করলেন, কয় খন্ড কাপড়ে তোমরা নবী (সাঃ)-কে কাফন দিয়েছিলে ? আমি বলিলাম তিন খন্ড

সাদা সাহুলী কাপড়ে, যার মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না । আবু বক্কর আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিন নবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেন ? আমি বলিলাম সোমবার।

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=25226

🔷**মন্তব্য:** আমার অবুঝ মন জানতে চায় হে আবু বকর আপনি কোথায় ছিলেন ? যখন নবী (সাঃ) কে দাফন কাফন করা হয় ? আপনি কেন নবী (সাঃ) জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন'নি ? আপনি এবং আপনার উত্তরসূরি উমর খেলাফত দখল করতে এতোটাই মনোযোগী ছিলেন নবী (সাঃ) দাফন কাফনে অংশগ্রহণ না করে সাকিফা বনি সাঈদা চলে যান আলী (আঃ) অনুপস্থিতর ফায়দা লুটার জন্য আলী (রঃ) নবী (সাঃ) দাফন কাফনে ব্যস্ত এই সুযোগে আমরা খেলাফত দখল করে নেই। এই মনোবাঞ্চনাই ছিলো তা আর বুঝতে বাকি নেই।

■ আল মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা, খন্ড:১৩, পৃঃ৪৬৯,হাদীসঃ৩৮০৪৩।

লেখকঃ ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (মৃঃ২৩৫ হিঃ)

عن هشام بن عروة عن أبيه، أن أبـا بكـر وعمر لم يشهدا دفن النبي ﷺ كانا في الأنصار، فدفن قبل أن يرجعا

হিসাম ইবনে উরওয়া তার পিতা ইবনে যুবায়ের হতে বর্ননা করেন আবু বকর ও উমর নবী (সাঃ) এর দাফনে অংশগ্রহণ করেনি! তারা আনসার দের সাথে সাকিফাতে ছিলেন এবং তারা ফিরে আসার আগেই রাসুল (সাঃ) কে দাফন করা হয়েছিল।

🔷আল মুসানাফ ইবনে আবি শায়বা, খন্ড:১৩, পৃঃ৪৬৯,হাদীসঃ৩৮০৪৩।

PDF লিংকঃ

https://waqfeya.net/book.php?bid=330

▪ আল মুসানাফ,খন্ডঃ৭,পৃঃ৪৩২,হাদীসঃ৩৭০৪৬।

লেখকঃ ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (মৃঃ২৩৫ হিঃ)

حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن

النبي ، كانا في الأنصار فدفن قبل أن يرجعا

ইবনু নুমাইর আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হিশাম ইবন উরওয়া থেকে, তিনি তাঁর পিতা (উরওয়া) থেকে বর্ণনা করেন যে—

“আবু বকর ও উমর (রাঃ) নবী –ﷺএর দাফনের সময় উপস্থিত ছিলেন না। তারা আনসারদের কাছে ছিলেন, আর তাদের ফিরে আসার আগেই নবী –ﷺকে দাফন করা হয়।”

🔷আল মুসানাফ,খন্ডঃ৭,পৃঃ৪৩২,হাদীসঃ৩৭০৪৬।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/3RkOG9AFG1hJSfLVl

▪জাম‘উল জাওয়ামি,খন্ডঃ১৫,পৃঃ৫১৪, হাদীসঃ১৫৭৭।

লেখকঃ ইমাম জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতি

(৮৪৯–৯১১ হিজরি)

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَشْهَدَا دَفْنَ النَّبِيِّ - - ، وَكَانَا فِي

الأنصَارِ (فَدُفِنَ) قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا » .

ش)٢(.

উরওয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

“আবু বকর ও উমর (রা.) নবী (সা.)-এর দাফনে উপস্থিত ছিলেন না। তারা তখন আনসারদের মাঝে ছিলেন। তাই তাদের ফিরে আসার আগেই নবী (সা.)-কে দাফন করা হয়।”

🔷জাম‘উল জাওয়ামি,খন্ডঃ১৫,পৃঃ৫১৪, হাদীসঃ১৫৭৭।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/DEiLAWtyY6WaLy2N2

▪কানযুল উম্মাল,খন্ডঃ৫,পৃঃ৬৫২, হাদীসঃ১৪১৩৯।

লেখকঃ আলাউদ্দিন আলি ইবন হুসামুদ্দিন আল-হিন্দি

عن عروة أن أبا بكر وعمر لم يشهدوا دفن النبي ﷺ وكانا في الأنصار فدفن قبل أن يرجعا (ش) .

উরওয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত—

“নিশ্চয়ই আবু বকর ও উমর (রা.) নবী -ﷺএর দাফনে উপস্থিত ছিলেন না। তারা তখন আনসারদের মাঝে ছিলেন। ফলে তাদের ফিরে আসার আগেই নবী -ﷺকে দাফন করা হয়।”

🔷কানযুল উম্মাল,খন্ডঃ৫,পৃঃ৬৫২, হাদীসঃ১৪১৩৯।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/1D7GGZPWcyDo715xQ

■ সহীহ বুখারী, হাদীসঃ৬৮৩০।

عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت لا وإنها قد كانت كذلك ولكنَّ الله وَقَى شَرَّها وليس فيكم من تُقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرَّةً أن يُقتلا وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما

উমর বলেন আমার নিকট সংবাদ এসেছে তোমাদের কেউ এ কথা বলছে যে, আল্লাহর কসম! যদি উমর মারা যায় তাহলে আমি অমুকের হাতে বাই'আত করব। কেউ যেন এ কথা বলে ধোঁকায় না পড়ে যে আবু বকর -এর বায়'আত ছিল ভূল ছিলো! ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। জেনে রেখো! তা অবশ্যই এমন ছিল। তবে আল্লাহ ভূল বায়আতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। সফর করে সওয়ারীগুলোর ঘাড় ভেঙ্গে যায় এমন স্থান পর্যন্ত মানুষের মাঝে আবু বকর লাঃ-মত কে আছে ? যে কেউ মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোন লোকের হাতে বায়'আত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ঐ লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হবার আশংকা রয়েছে। যখন আল্লাহ্ তাঁর নবী সাঃ-কে ওফাত দিলেন, তখন আবু বকর লাঃ ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সকলে বানী সা'ঈদার চত্বরে মিলিত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে 'আলী, যুবায়ব ও তাদেঁর সাথীরাও বিরোধিতা করেছেন।